



ড্যাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

গৌরবের ৭২ তম বছর



JAGARAN

72 Years

Issue-352

1 October, 2026

আগরতলা ১ অক্টোবর, ২০২৬ ইং

১৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

RNI Regn. No. RN 731/57

মূল্য ৩.৫০ টাকা

আট পাতা

ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে ব্যালটপেপার ভোটের দাবি

দেশজুড়ে গণতন্ত্র বাঁচাতে পদযাত্রা ২ অক্টোবর থেকে, নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে মিছিল ৬ই

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল ভারত ব্লক। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছেন, ২ থেকে ৮ অক্টোবর প্রতিটি জেলায় 'সেভ ডেমোক্রেসি মার্চ' বা 'গণতন্ত্র বাঁচাও' পদযাত্রা আয়োজন করা হবে। খাড়গে জানান, ৬ অক্টোবর বিরোধী দলের সাংসদরা নির্বাচন কমিশনের দফতরের দিকে মিছিল করবেন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎের জন্য সময় চাওয়া হবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের উদ্বেগের কথা জানানো হবে। তিনি আরও জানান, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচটি বড় সমাবেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১ নভেম্বর দিল্লিতে একটি বড় সমাবেশ করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত ব্লক সূত্রে জানানো হয়েছে,

স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর এবং অন্যান্য নির্বাচনী বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলা মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যও

অভিজিৎ রায় চৌধুরী বিরোধী দলগুলি আবেদন করবে। এদিকে, নির্বাচন কমিশনের

কার্যপ্রণালী ও এসআইআর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ছয় দফা দাবি সামনে আনল ভারত ব্লক। বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন

গণতন্ত্র ধ্বংসকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করব : রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (আইএনএস) ।। ভারত ব্লকের নৈঠকের পর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, দেশের গণতন্ত্রকে 'ধ্বংস' করার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে কাজ করবে। বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভোট চুরি' সংক্রান্ত অভিযোগ। সাংবাদিকদের রাহুল বলেন, ভারত ব্লকের নেতাদের মধ্যে এই বিষয়ে একমতীয় রয়েছে যে বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে আক্রমণ করার অভিযোগ রয়েছে। রাহুলের দাবি, বিরোধী দলগুলি দেশের সংবিধানের 'সম্মিলিত রক্ষক' হিসেবে কাজ করবে। আগামী কয়েক মাসে দেশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার ব্যাপারেও তাঁরা আত্মবিশ্বাসী বলে জানান তিনি। ভারত ব্লকের বৈঠকটি নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী এবং এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস এসআইআর প্রত্যাহার এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত



বিষয়ে আরও স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছে।

খাড়গে বলেন, নির্বাচনী ব্যবস্থায় 'এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য'-র নীতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত। বিরোধী জোটের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে এসআইআর-এর আগের ভোটার তালিকা ব্যবহার, ভোটার তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আগে যথাযথ কারণ জানানো এবং কার্যকর আপিলের ব্যবস্থা। এছাড়া প্রশাসনিক ত্রুটি, পর্যাপ্ত নথির অভাব বা সচিবতন্ত্রের ঘটপটের কারণে যোগ্য ভোটারদের বাদ পড়া রোধ, ইভিএম-এর পরিবর্তে ব্যালট পেপারে ভোটদান এবং প্রথমবার ভোট দিতে চলা তরুণদের জন্য সহজ ভোটার নিবন্ধন ব্যবস্থার দাবিও জানানো হয়েছে। যষ্ঠ দাবিতে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং সব রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য আত্ম পুনরুদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।

জ্ঞানেশের বরখাস্তের দাবিতে

সিপিএমের বিক্ষোভ এসইউসিআইয়ের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের পাদাধিকারী জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সোনামুড়ায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করল সিপিআইএমের সোনামুড়া মহকুমা কমিটি। বুধবার এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শহর এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সিপিআইএমের দাবি, কর্মসূচিতে বিভিন্ন অংশের মানুষের পাশাপাশি নারী-পুরুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। মিছিলটি সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র চৌমুহনীতে পৌঁছায়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় পথসভা। এসইউসিআইএম বিভাগীয় পদত্যাগের দাবিতে কেন্দ্র করে দলের অবস্থান তুলে ধরেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রতন সাহা এবং জেলা কমিটির সদস্য অহিদুর রহমান। বক্তারা কেন এই দুই দাবিকে বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন, তার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেগুলিও বক্তব্যে উঠে আসে। কর্মসূচিকে ঘিরে সোনামুড়া শহরে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল লক্ষ্যীয়। এদিকে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ছয় দফা দাবি জানিয়ে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল এসইউসিআইয়ের ত্রিপুরা

রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি। স্মারকলিপিতে ভোটারদের অধিকার সুরক্ষা, বিভিন্ন নথির গ্রহণযোগ্যতা এবং ভোটার তালিকা থেকে বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বরখাস্তেরও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। এসইউসিআইয়ের অভিযোগ, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক বৈধ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সংগঠনের দাবি, বর্তমান প্রক্রিয়ায় এমন কিছু নথি চাওয়া হচ্ছে, যা সাধারণ গরিব মানুষ, বাস্তবহারা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী বহু নাগরিকের কাছে নেই। ফলে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সংগঠনের আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয়পত্র বা ইপিআইসি কার্ড থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট নথিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি, নথিতে কোনও ত্রুটি থাকলে পদবির সামান্য অমিলের কারণেও ভোটারদের সমস্যা পড়তে হচ্ছে বলে দাবি করেছে এসইউসিআই। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপুরাতেও এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও যোগ্য নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করার দাবিতে নির্বাচন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ছয় দফা দাবি জানিয়ে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল এসইউসিআইয়ের ত্রিপুরা

ব্যবসায়ীকে মারধর ও গুলির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। দোকানের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যবসায়ীকে আটকে মারধর এবং গুলি করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে কাশীপুর অরবিন্দ সংঘ সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনুপ কুমার সিংহ। পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে স্বর্ণের চেইন ও নগদ টাকা খিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের অভিযোগ, গতকাল রাতে দোকানের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে কাশীপুর অরবিন্দ সংঘের কাছে অনুপ কুমার সিংহকে কয়েকজন দুষ্কৃতী পথ আটক করে। এরপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, পরে সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তবে গুলি তাঁর মাথায় লাগেনি বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মারধর ও গুলির ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে অনুপ কুমার সিংহ রাজ্য পড়ে গেলে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছ থেকে প্রায় আড়াই ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন এবং নগদ ৫১ হাজার টাকা খিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে অনুপ কুমার সিংহের ছেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বাবাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

৩৬ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসির অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। মেডিসিন ওপিডিতে কর্তব্যরত এক সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটো যাত্রার প্রতিবাদে সরব হয়েছে রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (আরডিএ)। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা, পেশাগত মর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে বলে দাবি সংগঠনের। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দেখীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে কলেজের প্রিন্সিপালের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে আরডিএ। একইসঙ্গে কলেজ প্রশাসনের কাছে পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে সংগঠন। আরডিএ-র দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সংশ্লিষ্ট ভিডিওগুলি অবিলম্বে মুছে ফেলা হবে। ভুল তথ্য প্রচার হয়ে থাকলে তার সংশোধনী প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভিডিও প্রচার না হয়, সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে যে একতরফা "মিডিয়া ট্রায়াল" চলছে,

তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। চিকিৎসকের বক্তব্য না শুনে জনসমক্ষে কোনো ধরনের বিচার বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, হাসপাতালের ওয়ার্ড, ওপিডি-সহ সমস্ত রোগী পরিষেবা এলাকায় মিডিয়া কর্মী, রোগী বা রোগীর আত্মীয়দের অনুমতি ছাড়া ছবি তোলা ও ভিডিও করা নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, এর ফলে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা ব্যক্তি হতছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টের (এমএস) মাধ্যমে এসআইআর দায়ের করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে আরডিএ, হাসপাতাল চত্বরে বর্তমানে মোতায়েন থাকা এসআইএস নিরাপত্তারক্ষীদের পরিবর্তে টিএসআর জওয়ান মোতায়েন এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ও উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। আরডিএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিকিৎসক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দাবি পূরণে প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর রয়েছে সংগঠনের।

যাত্রাপুরে পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, যাত্রাপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বাঁশপুকুর এলাকায় ডিআইবির এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মানসিক নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম বিকাশ দেবনাথ। এক স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগকারী কাঠ ব্যবসায়ীর দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাঁশপুকুর এলাকায় সততার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। কিন্তু বিগত কিছুদিন ধরে ডিআইবি কনস্টেবল বিকাশ দেবনাথ তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করে আসছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ওই পুলিশকর্মী তাঁর কাছে একটি দামি কাঠের খাট

৩৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশের প্রভারী বিপ্লব দেবকে স্বাগত জানালেন বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। মধ্যপ্রদেশ সফরে গিয়ে ভোপাল বিমানবন্দরে পৌঁছালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির বরিশত নেতৃবৃন্দ, দলের বিভিন্ন পাদাধিকারী এবং কার্যকর্তার। মধ্যপ্রদেশ সফরকে কেন্দ্র করে তাঁকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে উৎসাহ দেখা যায়। বিমানবন্দরে উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব ও কার্যকর্তার তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। উল্লেখ্য, বিপ্লব কুমার দেব বর্তমানে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছেন। ভোপালে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করার কথা রয়েছে তাঁর।

জেলা পরিষদের সভা বয়কট করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। আমন্ত্রণ পত্রের উল্লেখিত সময়ে বৈঠক শুরু না হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জেনারেল বডি বৈঠক বয়কট করে বেরিয়ে গেলেন বিধায়ক গোপাল রায়। বুধবার দুপুর ১টা বৈঠক শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটেও সভা শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পরে তাঁকে জানানো হয়, বৈঠক শুরু হবে দুপুর ২টা। এরপরই অন্য কাজ থাকার কথা জানিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে যান বিধায়ক। গোপাল রায়ের অভিযোগ, বৈঠকের সময় বারবার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে ১১টা, পরে ১টা এবং এরপর ২টাএভাবে সময় পরিবর্তন করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে তিনি। পরে মন্ত্রী গুরুচরণ নোয়াডিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার-সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে জেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং

৩৬ এর পাতায় দেখুন

হোমে থাকা নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। গণ্ডাছড়ার এক নাবালিকাকে প্রায় চার মাস ধরে বেআইনিভাবে চাইল্ড স্ট্রেকার হোমে আটকে রাখার অভিযোগে হস্তক্ষেপ করল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। নাবালিকার বাবার দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস মামলার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাওয়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ দিয়ে বুধবারের মধ্যে নাবালিকাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন



নাবালিকার পক্ষে সওয়াল করা বরিশত আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। পাশাপাশি, নাবালিকাকে এভাবে আটক করে রাখার জন্য দায়ী আধিকারিকদের জরিমানা করার দাবিও জানানো হয়েছে আদালত। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে

৩৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জীবন বাঁচিয়ে রাহবীর সন্মান পেলেন ৮ জন



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ।। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অর্জুন "রাহবীর" বা "গুড সামারিটান"-কে সন্মান জানাল পরিবহন দপ্তর। বুধবার সচিবালয়ের ১ নম্বর কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, দুর্ঘটনার পর আহত মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া শুধু দায়িত্ববোধের পরিচয় নয়, মানবিকতারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মূল্যবান জীবন রক্ষায় সহায়তা করা ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে 'রাহবীর' উদ্যোগের মাধ্যমে এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে।

পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন

৩৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১ অক্টোবর, ২০২৬ ইং ১৩ অশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ	
 ‘নয়া খেলা’র জন্মনা দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক । অত্চত তাহাতে গেলেন না অখিলেশ যাদব। ইন্ডিয়া জোটের ৩ বছরের ইতিহাসে এমন কখনও হয়নি। যখনই জোট শরিকদের শীর্ষ স্তরের বৈঠক হইয়াছে, অখিলেশকে দেখা গিয়াছে সভা আলো করিয়া বসিয়া থাকিতে। কিন্তু মঙ্গলবার এত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক তাও আবার উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের আগে, তা সত্ত্বেও অখিলেশ যাদবকে ওই বৈঠকে দেখা গেল না। যাহা নিয়া রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে অখিলেশ সরকারিভাবে ইন্ডিয়া জোটকে জানাইয়াছেন, রাজ্যের ১০ আসনের রাজাসভা ভোটের কাজে তিনি ব্যস্ত। তাই বৈঠকে যায় তাঁর প্রতিনিধি। তাহিতে রাজনৈতিক মহলে ফিসফাস শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন উঠছে, রাজাসভার নির্বাচন কী এমন গুরুত্বপূর্ণ যাতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকও উপেক্ষা করিতে হইবে? সপা সূত্র বলিতেছে, অখিলেশ এই রাজাসভা ভোটকে বিরাট গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি চাইছেন বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিকে চমকে দিতে। যাহাতে বোঝানো যায় বিজেপি অপরাধের নম। আগামী ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের ১০ আসনের রাজাসভা নির্বাচন। এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশে এনিডিএ-র বিধায়ক সংখ্যা ২৯৪। অর্থাৎ ওই ১০ আসনের মধ্যে ৭টি আসনে এনিডিএর জয় নিশ্চিত। সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক সংখ্যা ১০০। ১২ জন বিধায়ক সপার টিকিটে নির্বাচিত হয়েও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ২। খাতায়কলমে অখিলেশের দলের দুই আসনে জয় নিশ্চিত। লড়াই দশম আসনের জন্য। হিসাব বলছে, বিজেপি পাঁচ বিধায়ককে ক্রসভোট করাতে পারলে ওই আসনটি জিতবে। তাঁরা সেই আশায় চজন প্রার্থী দিচ্ছে। আর অখিলেশ যাদব যদি ১২ জন বিধায়ককে ক্রসভোট করাতে পারেন তাহলে তিনি তৃতীয় আসনটি জিতবেন। সপা সূত্র বলছে, সেই চেষ্টাটাই পার্টির সুপ্রিয়মে করছেন। তৃতীয় আসনে তিনি প্রার্থী করেছেন শিল্পপতি ধনরাজ পরিমল নাটওয়ানিকে। অখিলেশ একপ্রকার এনিড্রর অপদে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে চাইছেন। যে সব বিধায়করা সপা থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। যোগাযোগ করছেন এনিডিএর ছোট শরিকদের সঙ্গেও। যে কোনওভাবে ১২ জন বিরোধী বিধায়কের সমর্থন তিনি জোগাড় করতে চান। সেটা সফলভাবে করতে পারলে ভোটের আগে একটা জবরদস্ত ধাক্কা বিজেপিকে দেওয়া যাবে বলে আশাবাদী সপা। সেই ব্যবস্থানানোতেই তিনি ব্যস্ত। অনা তত্ত্বও আছে। সমাজবাদী পার্টির একটি সূত্র বলিতেছে, এখনই অখিলেশ যাদব রাফল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গের মুশোমুধি হইতে চাইছেন না। কংগ্রেস চাইছে দুঁদলের মধ্যে আসনরফা দ্রুত সেরে ফেলতে। কিন্তু তাঁরা অন্তত ১৫০ আসন দাবি করছে। তাতে অখিলেশ নারাজ। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ততক্ষণ আসনরফা নিয়ে আলোচনায় বসিতে চান না যতক্ষণ কংগ্রেস বাস্তবসম্মত আসনের দাবি করিতেছে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতা নিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবং রাজসভার উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর মনোযোগ পেশের ব্যস্ততার কারণেই সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি এড়াইয়া গেছেন।চলতি সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর শেষে দিল্লিতে নির্বাচনী ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে রণকৌশল ঠিক করিতে এই বিরোধী বৈঠক ডাকা হইয়াছিল। তবে ৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার অখিলেশ যাদব জোটের শীর্ষ বৈঠক এড়ােনায় উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে ‘নয়া খেলা’র জন্মনা শুরু হইয়াছে। অখিলেশ যাদব এবং তাহার দল সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হইয়াছে যে, উত্তরপ্রদেশে রাজসভার দ্বিবার্ষিক উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী রামগোপাল যাদবকে মনোনয়ন পেশের নির্ধারিত দিন ও সময় একই দিনে পড়ায় তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হইতে পারেননি। তাঁহার বললে সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা হররাম মালিককে এই বৈঠকে পাঠানো হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আসন ভাগাভাগি নিয়া কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে ভেতরের ভেতরে তীব্র চাপানলটোত্র চলিতেছিল। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস নেতারা কতগুলো আসনে লড়িতে চান তাহা নিয়া যেভাবে প্রকাশ্য মন্তব্য করিতেছেন, তাহাতে অখিলেশ যাদব ক্ষুব্ধ এবং কোনও ধরনের ‘পাচপর রাজনীতি’র কারো মাথা নত করিতে নারাজ।এই অনুপস্থিতির মাধ্যমে তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বকে একটি প্রচ্ছন্ন বার্তা দিতে চাইয়াছেন বলিয়াই মনে করা হইতেছে। সম্প্রতি অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের শত্রু ঘাঁটি রায়বেরেলিতে তাঁহার দলের পক্ষ থেকে ‘পিডিএ রথযাত্রা’ শুরু করেন। এর পালটা হিসাবে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি অজয় রাই ধর্মিয়ার দেন যে কংগ্রেসও সমাজবাদী পার্টির গড় হিসেবে পরিচিত মইনপুরী এবং এটাওয়াতে কর্মসূচি করিবে। এই প্রকাশ্য দ্বৈধত এবং উত্তরপ্রদেশে বিরোধী শিবিরের মূল মুখ কে হবেন রাফল গান্ধী নাকি অখিলেশ যাদব তাহা নিয়া দুই দলের নেতৃত্বের রেযারেবি জোটের ফটলকে আরও স্পষ্ট করিয়াছে। অখিলেশ যাদব জানাইয়াছেন, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি বৈঠকে সশরীরে যাইতে না পারিলেও এক জোট থেকে দূরে সরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা ঠিক হইবে না। তাহা সত্ত্বেও, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া জোটের অন্তরে সমাজবাদী পার্টি বনাম কংগ্রেসের এই ‘নয়া খেলা’ জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র গুঞ্জন তৈরি করিয়াছে।	

৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে বৃথবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হলো এক মেছ্ছায় রক্তদান শিবির। প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এমবিবি ত্রিপুরা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর সমীর কুমার শীল এবং ফিনান্স অফিসার ড. দেবাশিস পাল। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, আধিকারিক, অশিক্ষক কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শিবিরে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী ও ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে প্রায় ১০৫ জন স্ব্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, রক্তদান শুধুমাত্র একটি সামাজিক কর্মসূচি নয়, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ ও মানবিকতারও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২ অক্টোবর ২০২৬ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তার ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে। প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে পরিষে সনেতনতা, পরিষ্কন্নতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মতো একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় রক্তদান শিবিরটি প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

জিন্মাহ’র ঢাকা সফর ঘিরে ৭৮ বছর আগে যা যা ঘটেছিল

ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভাগ হওয়ার সাত মাসের মাথায় ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পূর্ব পাকিস্তানে এটি ছিল তার প্রথম এবং শেষ সফর। যক্ষ্ম সাহ একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকা মি. জিন্নাহ এই সফরের ছয় মাসের মাথায় মারা যান। দশ দিনের সফরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং কয়েকটি জায়গায় ভাষণও দেন। এর মধ্যে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন মি. জিন্নাহ। মূলত তিনি ঢাকা আসার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই বাংলা, যা তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা ছিল, সেটাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বিক্ষোভ, ধর্মঘটসহ নানান কর্মসূচি পালন করে আসছিল। এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকা, যশোর, সিলেটসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগে সেটি শান্ত করার উদ্দেশ্যে তখন ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, যিনি তখন ছাত্রনেতা ছিলেন, তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছেন যে, ‘মি. জিন্নাহ’র ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে একটা প্রত্যাহা জন্ম নিয়েছিল যে, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি দলের ওপরে উঠবেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মি. জিন্নাহ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য দিবেন। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণায় বাঙালিরা আশাহত হন। যার ফলে তাদের মধ্যে মি. জিন্নাহ’র জনপ্রিয়তা অনেকাংশে কমে আসে বলে তখনকার বিভিন্ন স্মৃতিচারণ ও এই পত্রের লেখা থেকে জানা যায়।

এরপর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যাকে “কায়েদে আজম” বা মহান নেতা ডাকা হতো, তার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের কথা কাচিকারি হয়, এমনকি জিন্নাহকে অপসারণের হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে বলে জানা যায়।

আর কী কী ঘটেছিল ওই দশ দিনে?

সেসময়ের বিভিন্ন স্মৃতি কথা, বইপত্র এবং পত্রিকার খবর থেকে সেটাই এই প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ’র সফরকে কেন্দ্র করে তখন বড় আকারে প্রস্তুতি নিয়েছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার। তার আগমন উপলক্ষ্যে আলাদা একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির অধীনে ছোট ছোট আরও অন্তত নয়টি উপ-কমিটি গঠিত হয়, যারা মূলত মি. জিন্নাহকে স্বাগত জানানোর জন্য ঢাকায় ব্যাপক জনসমাগম ঘটানো, ভোটার নির্মাণ, আলোকসজ্জা, বিভিন্ন উৎসব এবং জনসভার আয়োজনসহ সফরের যাবতীয় বিষয়ে প্রস্তুতি নেন। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ তার “ঢাকায় জিন্না” গ্রন্থে উল্লেখ করছেন, গভর্নর জেনারেল ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই শহরজুড়ে নির্মাণ করা হয় অর্ধ-শতাধিক রোড। সেগুলোসহ ঢাকার প্রধান সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে মি. জিন্নাহ’র বড় বড় ছবি এবং পাকিস্তানের পতাকা টানানো হয়। তারেণগুলোতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। ‘কায়েদে আজমের সম্মানে শহর সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং প্রায় সর্বত্র আলোকসজ্জা করা হয়েছে’; নিজের ডায়েরিতে লেখেন তখনকার তরফ ছাত্রনেতা তাজউদ্দীন আহমদ। জনসভার জন্য ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত, সেখানে বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। সফলভাবে সমাবেশ সম্পন্ন করার জন্য আট শতাধিক স্ব্বেচ্ছাসেবকের একটি দল ছাড়াও আম্বুলেন্স ও অস্থায়ী

চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঢাকার বাইরে থেকে যারা জিন্নাহকে স্বাগত জানাতে আসবেন, তাদের আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেন ও স্টিমারের ব্যবস্থা করে প্রশাসন। সেইসঙ্গে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার্থে আলাদা সোকান বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিমানবন্দরে ব্যাপক জনসমাগম ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় একটি বিশেষ বিমানে চড়ে করাচি থেকে সরাসরি ঢাকায় আসেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সফরঙ্গীী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন তার বোন ফাতেমা জিন্নাহ। বিমানটি ঢাকার তেজগাঁও এলাকার পুরনো বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর মি. জিন্নাহকে স্বাগত জানান পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, গভর্নর স্যার হোমেরিক বোর্ন, গণপরিষদের সদস্য যীরেঞ্জনাথ দফতর আরও অনেকে। এরপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রশণর রেজিমেন্ট ও পাকিস্তান নারী ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা মি. জিন্নাহকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এদিকে, সেদিন দুপুরের পর ঢাকায় মুসলিমরা বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ঢাকা বিমানবন্দর এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল বলে দৈনিক আজাদ পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে। মি. জিন্নাহকে বিমান থেকে নামতে দেখার পর তারা তাকে স্বাগত জানিয়ে নানান ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। বিমানবন্দর থেকে মি. জিন্নাহকে নেওয়া হয় রমনা এলাকায় অবস্থিত একটি সরকারি বাসভবনে, যেখানে থাকতেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি আজিজ হায়দ। সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দর থেকে রমনা এলাকার বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তার দু’ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ মি. জিন্নাহকে শুভেচ্ছা জানান। তবে ভাষা আন্দোলন মননে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকায় তাদের মধ্যে কাউকে সেভাবে স্লোগান ধরতে দেখা যায়নি বলে নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন তখনকার ছাত্রনেতা তাজউদ্দীন আহমদ।

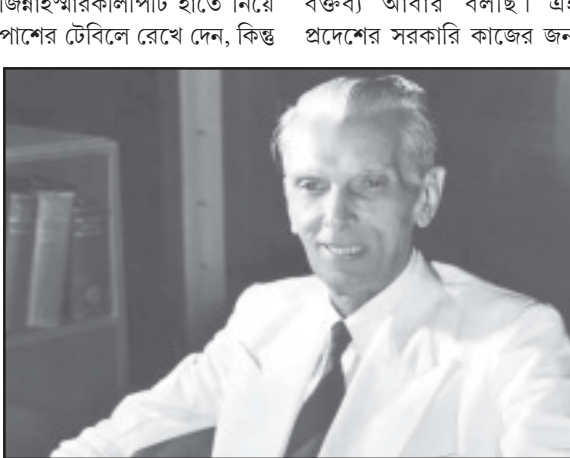
সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

তারেকুজ্জামান শিমুল

বাসভবনে। লেখক, গবেষক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের প্রয়াত নেতা বদরুদ্দীন উমর তার “পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমন্ত্রণ পেয়ে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলেন যেসব ছাত্রনেতারা বৈঠকে গিয়েছিলেন, সেখানে জগন্নাথ হলের দু’জন হিন্দু ছাত্রনেতাও ছিলেন। ছাত্রপ্রতিনিধিদের প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হওয়ার পর মি. জিন্নাহ তাদের কাছে জানতে চান যে, তিনি ছাত্রদের জন্যে কী করতে পারেন। জ্বাবে ছাত্রনেতাদের মাঝে থেকে মহম্মদ তোয়াহা বলেন যে, ইচ্ছে করলে মি. জিন্নাহ একটি ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিতে পারেন। জিন্নাহ বলেন, এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করে দেখবেন। লেখক ও গবেষক মি. উমর তার বইতে লিখেছেন, পনেরো-বিশ মিনিটকাল স্থায়ী এই সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন আলোচনা কোন পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হয়নি। জিন্নাহ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং অত্যন্ত মামুলী কিছু কথাবার্তার পর তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। ‘এই সময় মহম্মদ তোয়াহা তাঁর হাতে ইংরেজীতে লিখিত একটি স্মারকলিপি দিয়ে জিন্নাহ’র ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” গ্রন্থে তুলে ধরেছেন বদরউদ্দীন ওমর।

ফের শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে জিন্নাহ

রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের তিনদিনের মাথায়, অর্থাৎ ২৪শে মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি আবারও একই বক্তব্য তুলে ধরেন। ইংরেজিতে দেওয়া সেই ভাষণের বর্ণনা “পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” গ্রন্থে তুলে ধরেছেন বদরউদ্দীন ওমর। ‘অমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এই প্রদেশের সরকারি কাজের জন্য



সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন না,’ “পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মি. উমর। তিনি আরও লিখেছেন যে, ঘর ছেড়ে সকলে কিছুটা বাইরে আসার পর মি. জিন্নাহ’র মিলিটারি সেক্রেটারি হঠাৎ দৌড়ে এসে মহম্মদ তোয়াহকে বলেন যে, তিনি ও নজরুল ইসলাম মেনে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে আরেকবার দেখা করেন। ‘মিলিটারি সেক্রেটারির এই কথা শুনে তাঁরা দু’জনে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে জিন্নাহতাঁদের বলেন যে, সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গেছে। তিনি শুধু মুসলমান ছাত্রদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, হিন্দু ছাত্রদের সাথে নয়,’ নিজের বইতে লিখেছেন মি. উমর। পরবর্তীতে মুসলিম ছাত্রসংগঠনকারে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে মি. জিন্নাহ তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসন এবং একাবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

ভাষণ ঘিরে রেসকোর্সে হুটগোল
সফরের তৃতীয়দিন ২১শে মার্চ বিকেলে তৎকালীন রেসকোর্সের ময়দান, যা এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত, সেখানে মি. জিন্নাহকে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেন ঢাকার নাগরিক কমিটি। অনুষ্ঠানে কমিটির সভাপতি নবাব হাবিবুল্লাহ মি. জিন্নাহকে দেওয়া সাদরে পড়ে শোনান। এর পর মি. জিন্নাহ ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন। প্রায় এক ঘণ্টার ওই ভাষণে তিনি ভাষা আন্দোলনের নিন্দা জানান এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে সরকারের মনোভাব কী, সেটি তিনি সুস্পষ্টভাবে কী ধরনে ‘আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোন সন্তোষ নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, হুঁড়ুড়িভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়,’ বলেন মি. জিন্নাহ। ‘এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার

চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু,’ যোগ করেন তিনি। তার এমন বক্তব্যে দর্শকসারি অনেকেই হতশা হন। তারা ‘না, না’ ধ্বনি তুলে প্রতিবাদ করলে জনসভায় হুটগোল শুরু হয়। যদিও পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং প্রথমেই মহম্মদ তোয়াহা তাঁকে সরাসরি বলেন যে, তাঁরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চান। এর উত্তরে জিন্নাহ বলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে রাজনীতি শিক্ষা করতে আসেননি,’ লিখেছেন গবেষক মি. উমর। মি. জিন্নাহ’র মতে, পাকিস্তানে একাধিক রাষ্ট্রভাষা করা হলে সেটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে। একাধিক রাষ্ট্রভাষা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন বলেও বর্ণনা করেন তিনি। তখন মি. তোয়াহা কানাডা, সুইজারল্যান্ডসহ বেশকিছু দেশ, যাদের একাধিক রাষ্ট্রভাষা রয়েছে, সেটির উদাহরণ তুলে ধরেন।

‘তোয়াহা তাঁকে বলেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা একটি ঐতিহাসিক সত্য কাজেই সেই সত্যকে তিনি কিভাবে অস্বীকার করতে পারেন। এর উত্তরে জিন্নাহ উম্মার সাথে বলেন যে তিনি ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি এসব কথা জানেন, ‘বদরুদ্দীন উমর তার বইতে উল্লেখ করেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মি. জিন্নাহকে উদ্দেশ্য করে অলি আহাদ বলেন, তিনি শুধু ইতিহাসই জানেন, তা নয়; বরং তিনি এটাও জানেন যে, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে অপসারণের জন্য তারা ইংল্যান্ডের রানীর কাছে আবেদনও জানাতে পারেন।’ অলি আহাদের উপরোক্ত কথায় জিন্নাহ রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং অলি আহাদ ও সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের উচ্চকণ্ঠে বকবাকি করতে থাকেন। এর ফলে ঘরের মধ্যে দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়,’ লিখেছেন মি. উমর।

ফাতেমা জিন্নাহ’র বৈতার ভাষণ ২৪শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের উদ্দেশ্যে ঢাকা বেতারে

ভাষণ দেন গভর্নর জেনারেলের বোন ফাতেমা জিন্নাহ। “ঢাকায় জিন্না” বইতে সেটিএকটি বিবরণ তুলে ধরেছেন লেখক ও গবেষক

মহিউদ্দিন আহমদ। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে আসার পর আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করার জানানোর জন্য ভাষণের শুরুতে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ফাতিমা জিন্নাহ। পরে তৎকালীন “শিশুরাষ্ট্র” পাকিস্তানকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ‘আপনারা জানেন, ইসলামের সূরীয ও মহান ইতিহাসে নারীরা এক মহান ভূমিকা পালন করেছেন এবং দেশ-জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন। ইতিহাসে নারীদের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞান, শৌর্যবীরা ও আত্মত্যাগের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়,’ ভাষণে বলেন ফাতিমা জিন্নাহ। ‘আমি শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানও আপনাদের কাছে ভক্তি, তাগ ও সাহসিকতার দাবি করছি এবং আপনারা এসব জানেন অধিকারী,’ যোগ করেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম নারী ন্যাশনাল গার্ড প্রতিষ্ঠা করায় প্রশংসা করেন। ‘বোরা ভাষণে ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গও আনেন গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ’র বোন। ‘আরেকটি ক্ষেত্রে আপনারা রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন। এটা হচ্ছে, একতার বন্ধন সুদূর করা। নানা প্রকাশ বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি করে শত্রুরা এই ঐক্য ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। আপনারা সচেষ্ট হোন।’ বলেন ফাতিমা জিন্নাহ।

চট্টগ্রামে যা যা করেছিলেন
ঢাকায় রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক বৈঠকের পর ২৫শে মার্চ সকালে বিমানযোগে চট্টগ্রামে যান মি. জিন্নাহ। পতেঙ্গা ঘাঁটিতে নামার পর পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং চাকরাা রাজা নলীলাক রায় ছাড়াও হাজারো মানুষ তাকে স্বাগত জানান। লেখক মহিউদ্দিন আহমদ তার প্রথম পরিবহনের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। অন্যান্যদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত

থেকে চট্টগ্রামের পুরনো গভর্নমেন্ট হাউজ পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল পথে অন্তত দুইশ’টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষকে সেখানে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ‘জিন্নার আগমন উপলক্ষে চট্টগ্রামের মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। সবাই নিজ নিজ বাসা, দোকান, রেস্তোরাঁ সাজায়,’ নিজের বইতে লিখেছেন মি. আহমদ। পুরনো গভর্নমেন্ট হাউজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর মি. জিন্নাহ চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে যান। সেখানে বন্দর ও জেটি সম্প্রসারণের বিষয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর উত্তরে চট্টগ্রাম শহরে ফিরে এসে পুরাতন বাজার ও পাহাড়ি এলাকা ঘুরে দেখান এবং সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম ক্লাবে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। চট্টগ্রামে সফরের দ্বিতীয় ও শেষদিন ২৬শে মার্চ মি. জিন্নাহ পুলিশ লাইনসে মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দেন। ওই সভায় প্রায় অর্ধলাখ মানুষ সমবেত হয়েছিল বলে বইতে উল্লেখ করেন লেখক মি. আহমদ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের

শুরতে একটি মানপত্র পাঠ করা হয়, তারপর উপহার হিসেবে মি. জিন্নাহ’র হাতে একটি রংপার জাহাজ তুলে দেন চট্টগ্রামের বাসিন্দারা। সেইসঙ্গে, “কায়েদে আজম সাহায্য তহবিলে” প্রায় দুই লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন তারা। ভাষণ প্রদানকালে জিন্নাহ প্রতিক্রিয়ায় মি. জিন্নাহকে বহরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত করা হবে। সেইসঙ্গে, এটাও বলেন যে, চট্টগ্রামে ব্যাা নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য কর্ণফুলী নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণকে তার সরকার বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখছে। জনসভার পর চট্টগ্রামের বোমাং ও চাকমা নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মি. জিন্নাহ। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেও একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনকালে কোনো মন্ত্রীও যদি হস্তক্ষেপ করতে আসে, তাহলেও যেন কর্মকর্তারা কণ্ঠব্যত্যা না হন।

জিন্নাহ’র বিদায় ভাষণ

দশদিনের সফর শেষ করে করাচি রওনা হওয়ার আগে মি. জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর উদ্দেশ্যে রেডিও পাকিস্তানে একটি ভাষণ দেন। ১৯৪৮ সালের ২৮শে মার্চ প্রচারিত ওই ভাষণে তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন নিয়ে উল্লেখ প্রকাশ করেন। ‘এক শ্রেণির লোকের মধ্যে নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে যত্নেছাড়ারের অধিকার হিসাবে দেখার একটা দুঃখজনক প্রবণতা আমি লক্ষ্য করছি।...কোন সরকারের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্য এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল দারিদ্র্যজ্ঞানহীন লোকদের দলদ্বন্দ্ব গুণ্ডামী এবং রাজত্ব সহ্য না করে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অবস্থার মোকাবেলা করা উচিত,’ জিন্নাহ বলেন।

‘এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ভাষার বিতর্কের কথা ভাবছি, যেটা এই প্রসঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অথবা অনেক উদ্বেজনা ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থাকে অ্যাগ্রে না আনলে এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে,’ যোগ করেন তিনি। জিন্নাহ এটাও বলেন যে, ‘আমরা যদি প্রথমে নিজেরদেরকে বাঙালী, গাঞ্জবী, সিন্ধী ইত্যাদি মানে করে শুধু প্রসঙ্গক্রমে নিজেরদেরকে পাকিস্তানী মনে করি, তাহলে পাকিস্তান ধ্বংস হতে বাধ্য।’ ভাষা আন্দোলনের পেছনে তারদের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করেন পাকিস্তানের এই নেতা। ‘আমি চাই, যাতে আপনারা প্রাদেশিকতার এই হলাহল, যা আমাদের শত্রুরা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়, তার সম্পর্কে সতর্ থাকুন,’ বলেন মি. জিন্নাহ। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীরা গভর্নর জেনারেলের এসব বক্তব্যে কান দেননি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ থাড়া ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, জব্বারসহ আরও বেশ কয়েকজন নিহত হন। এ ঘটনার পর আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে, যার ফলস্বরূতিতে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফ্রিজে ফল রাখতে সাবধান



সব ফল ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন নেই। তেমনি সব ফল আবার ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। আম, কলা, তরমুজের মতো বহু জনপ্রিয় ফল ফ্রিজে রাখলে তাদের সুগন্ধ নষ্ট হয়। জেনে নিন, কোন কোন ফল ফ্রিজে রাখা উচিত নয়।

আম পাকার জন্য ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও বাতাস প্রয়োজন। আম ফ্রিজে রাখলে অতিরিক্ত ঠান্ডাতে এর স্বাভাবিকভাবে পাকার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ফ্রিজ থেকে বের করার পরেও আম ভাল করে পাকে না। ফ্রিজের ঠান্ডা আবহাওয়াতে আমের ভেতরের সুগন্ধি তেল ও প্রাকৃতিক পুষ্টি সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে না। ফলে আমের মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদ চলে যায়। পিণ্ড ও গ্রাম হলো ক্লাইম্যাটটেরিক জাতীয় ফল, যা গাছ থেকে তোলার পর ঘরের তাপমাত্রায় আস্তে আস্তে পেকে রসালো হয়। এগুলো পাকা গুরুর আগেই অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলে ঠান্ডায় পাকার প্রক্রিয়া থেমে যায়। এর

কোষগুলো ভেঙে যায়, ফলে ফলের ভেতরের অংশ শুকনো ও তুলোর মতো হয়ে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

কলা পাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট এনজাইম বা পাচক রস প্রয়োজন হয়, যা ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কাজ করে। কলার ভেতরের এনজাইমগুলো অতিরিক্ত ঠান্ডায় একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফ্রিজে কলা রাখলে আর টা স্বাভাবিকভাবে পাকে না। অতিরিক্ত ঠান্ডায় কলার খোসার কোষের প্রাচীর ভেঙে যায়। কলার খোসায় থাকা ফেনলিক যৌগগুলো জারিত হয়ে মেলোটোনিন পরিণত হয়, যার ফলে কলার খোসা কালো হয়ে যায়। ফ্রিজের ভেতরে তাপমাত্রা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। কমলালেবু খোলা অবস্থায় খোলা রাখলে এর খোসা খুব দ্রুত শুকিয়ে শুক্ক বা চামড়ার মতো হয়ে যায় ও ভেতরের কোয়াগুলো রস শুকিয়ে ফলটি আর্শটে হয়ে যায়। অতিরিক্ত ঠান্ডার ফলে কমলালেবুর নিজস্ব সাইট্রাস

য়ান ও প্রাকৃতিক মিষ্টি-টক স্বাদ অনেকটাই কমে যায়। ফ্রিজের আদ্রতার কারণে এতে ছাতা পড়তে পারে। আনারস গাছ থেকে কাটার পর আর নতুন করে মিষ্টি হয় না, তবে ঘরের তাপমাত্রায় রাখলে এটি কিছুটা নরম ও রসালো হয়। আনারস ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলে অতিরিক্ত ঠান্ডায় এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি থমকে যায়। আনারস মূলত একটি ট্রপিক্যাল ফল। এটি ৭ ডিগ্রির কম তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন রাখলে চিলিং ইনজুরি হয়। এর ফলে আনারসের খোসা ও ভেতরের অংশ কালচে বা বাদামী হয়ে যায়।

ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা তরমুজে লাইকোপেন ও বিটা-ক্যারোটিন এর মতো শক্তিশালী উপাদান থাকে। ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যে তরমুজ রাখলে এই জরুরি পুষ্টি উপাদানগুলির পরিমাণ কমে যায়।

আম্র তরমুজ ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখলে এর কোষের গঠন নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি এর মচমচে ভাব চলে যায়। জামও খুব স্পর্শকাতর একটি ফল। এটি নরম ফল বলেও পরিচিত। ফ্রিজের ভেতরের আদ্রতা জামের গায়ে জমে গেলে তাতে খুব দ্রুত ছাতা বা ফাঙ্গাস ধরে যেতে পারে। এর ফলে জাম পচে যায়। অতিরিক্ত ঠান্ডার ফলে জামের ভেতরের কচা ভাব চলে যায়।

বিকেলেই কেন জুতো কিনতে হয়

নতুন জামাকাপড় কেনার সময় আমরা যতটা যত্ন নিই, জুতো কেনার ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো ততটা সময় দেন না। দোকান বা শপিং মলে গিয়ে চোখের সামনে পছন্দের কোনও ব্র্যান্ড বা ডিজাইন পছন্দ হলেই চটজলদি সাইজ মেপে কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, লোকেনে যে জুতোটি পায়ো একদম ঠিকঠাক মেপে ফিট মনে হয়েছিল, বাড়ি এসে পরার পর সেটিই পায়ে আঁটসাঁট হয়ে বসছে বা হাঁটার সময় অস্বস্তি দিচ্ছে। জুতো কেনার ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাটের শিকার কি আপনিও হয়েছেন? বিশেষজ্ঞরা কিছু বলছেন, পছন্দের জুতো না পাওয়া বা সাইজে গোলমাল হওয়ার পেছনে মূল কারণ আপনার জুতোর চয়েস নয়, বরং জুতো কেনার সময়! চিকিৎসকদের মতে, সকাল বা দুপুরের চয়েে বিকলে বা সন্ধ্যার দিকে জুতো কেনা অনেক বেশি বিজ্ঞানসন্মত। কিন্তু কেন? ১.

সারাদিন হাঁটাচলা, কাজ বা চোয়ারে বসে থাকার ফলে গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষের টানে শরীরের রক্ত ও তরল পদার্থ নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের কারণে বিকলে আমাদের পা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য হলেও বিস্তৃত বা ফুলে যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় পা সবচেয়ে হালকা ও ছোট আকারে থাকে। তাই সকালে কেনা জুতো বিকলে বা সন্ধ্যার পর পায়ে শক্ত ও আঁটসাঁট লাগতে পারে। ২.যেহেতু বিকলে পা তার সর্বোচ্চ আয়তনে পৌঁছায়, তাই ওই সময়ে জুতো কিনলে সাইজ সবচেয়ে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে জুতো কিনে বাড়ি ফেরার পর পায়ে ফোসকা বা আঙুল চেপে যাওয়ার মতো সমস্যা একদমই থাকে না। ৩. আমরা সাধারণত কাজের বা যোয়ার খাতিরে সারাদিন হেঁটে পার করি। বিকলে যখন জুতো

ট্রায়াল দেওয়া হয়, তখন পায়ের পেশি আসল মাপে থাকে। মোজা পরে এই সময় জুতো মেপে দেখলে সারাদিন ব্যবহারে সেটি কতটা আরামদায়ক হবে তা সহজেই বোঝা যায়। জুতো কেনার সময় আর কী কী খোয়াল রাখবেন? লোকানে ট্রায়াল দেওয়ার সময় শুধু বসে না থেকে দুটো পায়ের জুতো পরে খানিকটা হাঁটাচলা করে দেখুন। কারণ দাঁড়ানোর পর শরীরের সম্পূর্ণ ভার পায়ের ওপর পড়ে এবং পা কিছুটা ছড়ায়। মানুষের দুটি পায়ের সাইজ সবসময় নিখুঁতভাবে এক হয় না। যে পা-টি সামান্য বড় বা চওড়া, সেটিকেই মানদণ্ড ধরে সঠিক সাইজটি বেছে নেওয়া উচিত। তাই পরবর্তীতে যখনই নতুন জুতো কেনার পরিকল্পনা করবেন, সকালের ব্যস্ততা এড়িয়ে বিকলের অবসর বেছে নিন। এতে আপনার টাকা এবং পাদুটেই সুরক্ষিত থাকবে!

সুতো গিলে ফেললে শরীরে কী ঘটে

দুর্ঘটনাবশত সামান্য পরিমাণের ছোট সুতো পেটে চলে গেলে সাধারণত আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু ঘটে না। মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। পাকস্থলীতে উপস্থিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও শক্তিশালী পাচক রস ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জৈব পদার্থকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। যদি সুতোটি সূতির হয়, তবে তা পরিপাকনালীর স্বাভাবিক গতিতেই মলদ্বারের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ টেরও পান না যে সুতোটি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।

কখন হতে পারে বিপদ? ১.সূতির সুতো সহজে পরিপাকনালীতে আটকে না গেলেও, নাইলন বা শক্ত প্রাস্টিকজাতীয় সুতো পাকস্থলীর অ্যাসিডে হজম হয় না। এগুলো পেটের ভেতর অন্যান্য খাদ্যকণার সঙ্গে পেঁচিয়ে গিয়ে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। ২. যদি সুতোর দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়, তবে তা ক্ষুধার্ত বা বৃহদন্ত্রের দেওয়ালে আটকে যেতে পারে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ‘ফরেন বডি অবস্টাকশন’ বলা হয়। এর ফলে অস্ত্র মারাত্মক রক্তকজ বা জট পেকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ৩.সেলাইয়ের সুতোর সঙ্গে যদি দুর্ঘটনাবশত কোনও ছোট ধাতব সূঁচ বা ধারালো অংশ পেটে চলে

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও শক্তিশালী পাচক রস ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জৈব পদার্থকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। যদি সুতোটি সূতির হয়, তবে তা পরিপাকনালীর স্বাভাবিক গতিতেই মলদ্বারের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ টেরও পান না যে সুতোটি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।

কখন হতে পারে বিপদ? ১.সূতির সুতো সহজে পরিপাকনালীতে আটকে না গেলেও, নাইলন বা শক্ত প্রাস্টিকজাতীয় সুতো পাকস্থলীর অ্যাসিডে হজম হয় না। এগুলো পেটের ভেতর অন্যান্য খাদ্যকণার সঙ্গে পেঁচিয়ে গিয়ে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। ২. যদি সুতোর দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়, তবে তা ক্ষুধার্ত বা বৃহদন্ত্রের দেওয়ালে আটকে যেতে পারে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ‘ফরেন বডি অবস্টাকশন’ বলা হয়। এর ফলে অস্ত্র মারাত্মক রক্তকজ বা জট পেকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ৩.সেলাইয়ের সুতোর সঙ্গে যদি দুর্ঘটনাবশত কোনও ছোট ধাতব সূঁচ বা ধারালো অংশ পেটে চলে

যায়, তবে তা পাকস্থলী বা অন্ত্রের দেওয়ালে ক্ষত তৈরি করতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও জরুরি চিকিৎসা দরকার। ৪. তবে তা পরিপাকনালীর স্বাভাবিক গতিতেই মলদ্বারের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ টেরও পান না যে সুতোটি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।

কখন হতে পারে বিপদ? ১.সূতির সুতো সহজে পরিপাকনালীতে আটকে না গেলেও, নাইলন বা শক্ত প্রাস্টিকজাতীয় সুতো পাকস্থলীর অ্যাসিডে হজম হয় না। এগুলো পেটের ভেতর অন্যান্য খাদ্যকণার সঙ্গে পেঁচিয়ে গিয়ে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। ২. যদি সুতোর দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়, তবে তা ক্ষুধার্ত বা বৃহদন্ত্রের দেওয়ালে আটকে যেতে পারে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ‘ফরেন বডি অবস্টাকশন’ বলা হয়। এর ফলে অস্ত্র মারাত্মক রক্তকজ বা জট পেকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ৩.সেলাইয়ের সুতোর সঙ্গে যদি দুর্ঘটনাবশত কোনও ছোট ধাতব সূঁচ বা ধারালো অংশ পেটে চলে

টিয়া কি মানুষের শেখানো

কথাই শুধু বলতে পারে

যুগ যুগ ধরে মানুষের ধারণা ছিল, টিয়াপাখি বা তোতা পাখি শুধুই মানুষের শেখানো শব্দ বা আওয়াজের যান্ত্রিক অনুকরণ করতে পারে। তবে আধুনিক বিজ্ঞান এবার সেই পুরনো ধারণাকে পুরোপুরি পাটে দিল। নতুন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, টিয়াপাখিরা কেবল মানুষের মুখস্থ বুলি আওড়ায় না, বরং নিজেদের প্রজাতির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা সত্যিই কথা বলে এবং নিজেদের তৈরি বিশেষ শব্দ ও সংকেত ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দলের হাত ধরে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রে পাখির জগতের যোগাযোগের এক বিস্ময়কর অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বুন্‌ো পরিবেশে বসবাসকারী টিয়াপাখিরা নিজেদের দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা কম্পনযুক্ত আওয়াজ ব্যবহার করে। মানুষের যেমন নিজস্ব ভাষা বা উচ্চারণশৈলী থাকে, ঠিক তেমনিই প্রতিটা টিয়াপাখিরও একটি নিজস্ব ‘ধ্বনিগত পরিচয়’ বা বিশেষ কল থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা মানুষের নামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, একটি টিয়াপাখি যখন দূর থেকে তার সঙ্গীকে বা দলের অন্য কোনও সদস্যকে ডাকে, তখন সে নির্দিষ্ট নাম ধরে ডাকার মতো করেই সেই বিশেষ আওয়াজটি তৈরি করে। অন্য পাশের পাখিটিও সেই নির্দিষ্ট সংকেত চিনে নিয়ে সঠিক উত্তর দেয়। কীভাবে কাজ করে এদের নিজস্ব ভাষা? ১. গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই টিয়াপাখিরা দলগত পরিবেশ থেকে নির্দিষ্ট ধরনের সুর ও স্বর শেখে। দলের প্রতিটি সদস্য একে অপরকে চিহ্নিত করতে আলাদা শব্দপ্রয়োগ বা ‘সিগনচার কল’ ব্যবহার করে। ২. বিপদের সংকেত দেওয়া, খাদ্যের সন্ধান জানানো কিংবা কেবল অভিবাদন জানানোর জন্য তারা আলাদা আলাদা স্বরের শব্দ তৈরি করে। এটি কোনও যান্ত্রিক অনুকরণ নয়, বরং পরিহ্রীতি বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বার্তা আদান-প্রদান। ৩. বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, টিয়াপাখির মস্তিষ্ক সামাজিক জটিলতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত সবেদনশীল। সেই কারণেই এরা মানুষের ভাষা অনুকরণ করার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যেও অত্যন্ত উন্নত স্তরের সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ‘ভাষা’ বজায় রাখতে সক্ষম।



পায়ের গোড়ালি ফাটায়

ভুলেও লেবু ঘষবেন না

পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা নতুন কোনও বিষয় নয়। সারাদিন কাজের পর মুখের যত্ন নেওয়া হলেও, পায়ের কথা অনেকেই ভুলে যান। আর তখনই পায়ের গোড়ালি জানান দেয় তার উপস্থিতি। খসখসে ভাব, চামড়া ওঠা থেকে শুরু করে কখনও কখনও রক্তপাত, পা ফাটার কষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মূলত দ্বকে আর্দ্রতা কমে যাওয়া, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করা বা খুলোবালির কারণেই এই সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পার্লারে হোটেন। অনেকের সারা বছরই পা ফাটে। কিন্তু ঘরে বসেই খুব সহজে এর সমাধান করা সম্ভব।

কী কী করবেন? গরম জলের ম্যাজিক গোড়ালির শক্ত চামড়া নরম করতে প্রথমেই জলের সাহায্য নিন। একটি পাত্রে ঈষদুষ্ণ বা হালকা গরম জল নিয়ে তাতে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখুন। জল থেকে পা তুলে নরম ত্রোয়ালে দিয়ে আলতো করে মুছে নিতে হবে। পরিষ্কার করার সময় পিউমিস স্টোন বা স্কাবার ব্যবহার করতে পারেন, তবে খুব সাবধানে। জোরে ঘষলে চামড়া ছড়ে গিয়ে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আর্দ্রতা ধরে রাখা ভীষণ জরুরি পা ধোয়ার পর দ্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা সবচেয়ে বড় কাজ। এর জন্য পায়ের পাতায় একই পুরু করে পেট্রোলিয়াম জেলি বা ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে এই কাজটি করলে সবচেয়ে ভালো

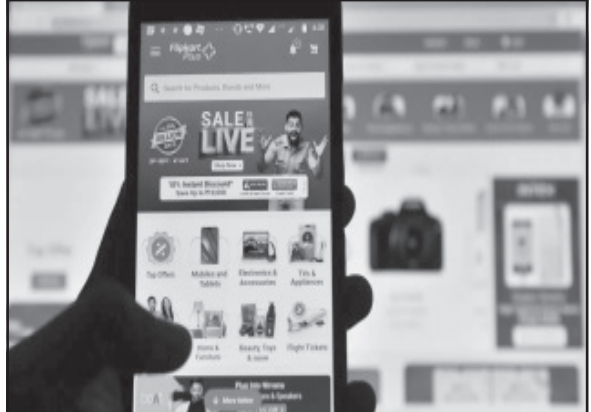
অনলাইনে জিনিস কেনেন? একটু

অসাবধান হলেই ব্যাঙ্ক ফাঁকা

সামনেই আসছে দুর্গাপূজো। এই সময়ে দোকানের ভিড় এড়াতে আমরা অনেকেই অনলাইনে শপিং করতে পছন্দ করি। জামা, প্যান্ট, শাড়ি বা জুতো — সবকিছুর জন্য একটাই পছন্দ — অনলাইন। তার উপরে অনলাইনে পাওয়া যায় নানারকমের অফার ফলে একটু হলেও সাশ্রয় করার অবকাশ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেই হচ্ছে অসুবিধে। ছাড়ের নাম করে একাধিক নকল ওয়েবসাইট খুলছে স্ক্যামাররা। আপনি পেমেন্ট করলেই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উড়ে যাবে। পাবেন না প্রোডাক্টও। ফলে দুই দিক থেকেই ঠকবেন আপনি।

১- কোনও পণ্যের দাম যদি অন্য জায়গার তুলনায় অস্বাভাবিক কম দেখায়, তাহলে সাবধান হন। কে সেই পণ্যটি বিক্রি করছে দেখুন। তিনি ওই ব্র্যান্ডের অনুমোদিত বিক্রেতা কি না দেখুন। অচেনা বা সন্দেহজনক ওয়েবসাইট থেকে কেনাকাটা করবেন না।

২- যে ই-কার্স ওয়েবসাইটগুলোর দ্ব্যধনকল একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে খুব কম দামের বিজ্ঞাপন দেয়। তাই চোকার আগে সেই ওয়েবসাইটের URL দেখে নেনেন। যে সাইট খুলবেন, তার অ্যাঙ্কি-ভাইরাস আছে কি না। ৫- পাবলিক WiFi ব্যবহার করে কখনও কোনও পেমেন্ট করবেন না। এর মাধ্যমে আপনার ব্যাঙ্কের তথ্য পেয়ে যেতে পারে প্রতারকরা। সর্বদা নিজের মোবাইল ইন্টারনেট



একটি 'ভুয়ো ওয়েবসাইট'। ৩- পাসওয়ার্ড ছাড়া পেমেন্ট এড়িয়ে চলুন। অনেক ফ্রড ওয়েবসাইট আছে, যারা পাসওয়ার্ড ছাড়া টাকা দেওয়ার অফার দেয়। এমন অফার মানেই স্ক্যাম। তাই এই ওয়েবসাইটগুলি থেকে কোনও কেনাকাটা করবেন না।

৪- অনলাইনে কোনও শপিং করতে গেলে সব সময় ই-কার্স সাইটটির অ্যাপ নামিয়ে নেনেন। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করবেন। ওয়েবসাইট ব্যবহার করলে সব সময় দেখে নেনেন, আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে অ্যান্টি-ভাইরাস আছে কি না।

৫- পাবলিক WiFi ব্যবহার করে কখনও কোনও পেমেন্ট করবেন না। এর মাধ্যমে আপনার ব্যাঙ্কের তথ্য পেয়ে যেতে পারে প্রতারকরা। সর্বদা নিজের মোবাইল ইন্টারনেট

থেকে পেমেন্ট করন। মোবাইলে ইন্টারনেট না থাকলে পরিচিত কারও ফোন থেকে হটস্পট নিয়েও পেমেন্ট করতে পারেন। কোনও অচেনা transaction দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-কে জানান। ৬- নিজের ATM Pin, OTP, CVV কাউকে দেবেন না। একটা জিনিস মনে রাখবেন। শুধুমাত্র টাকা পেমেন্ট করছেই UPI/ATM পিন লাগে। পেমেন্ট করার সময় কেউ যদি আপনার পিন বা পাসওয়ার্ড চায়, দেবেন না। এগুলি খুব ব্যক্তিগত একটি বিষয়। অনলাইনে কিছু কেনার আগে বিক্রেতাকে দেখুন, পণ্যের তথ্য, রিভিউ সব দেখে নিন। আর একই সঙ্গে দেখে নেনেন, যে ওয়েবসাইট থেকে আপনি কিনছেন, সেটি নকল কি না। এসব একটু দেখে নিলেই অনলাইন প্রতারিত হওয়ার থেকে বাঁচা যায়।

কীভাবে মাথা কাটার পরও

কয়েকদিন বেঁচে থাকে আরশোলা

রাতের অন্ধকারে বাথরুম বা রান্নাঘরের লাইট জ্বালাতেই আরশোলা দেখে অনেকেই রীতিমতো ভিন্নি মাখওয়ার জোগাড় হয়। জুতো পেটা খাওয়ার পরও এরা যে পিপিডে দৌঁড় লাগায়, তা দেখে হার মানানেন উসেইন বোল্টও। তবে এই পরম শত্রুর এমন এক অভূত শারীরিক ক্ষমতা রয়েছে, যা শুনলে রীতিমতো তাজ্জব বনে যেতে হবে। শুনলে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু একটি আরশোলার মাথা কেটে ফেলার পরও সেটি অন্তত এক সপ্তাহ দিবা বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে মাথা বা মস্তিষ্ক ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই পতঙ্গের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে, যা সত্যিই বিজ্ঞানের এক রহস্য বিস্ময়। আসলে শ্বাস নেওয়ার জন্য এরা কখনও নিজেদের মুখ বা নাকের ওপর নির্ভর করেনা। এদের শরীরের দু'পাশে সারি সারি ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যাদের বিজ্ঞানের ভাষায় ফ্রিট্রোলার মাধ্যমেই বাতাস সরাসরি শরীরের একেবারে কোণায় কোণায় পৌঁছে যায়। যেহেতু শ্বাস নেওয়ার কাজে মাথার কোনও ভূমিকা নেই, তাই মাথা কাটার পরও এদের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই অনুভূতি স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেতে থাকে। শরীরের ওই দারুণভাবে সক্ষম। তাই মাথা ছাড়াই



স্পিরাকল দিয়ে বাতাস যাতায়াত করতে কোনও সমস্যাই হয় না। ফলে শ্বেফ শ্বাসরোধ হয়ে এই পতঙ্গের মৃত্যুর কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। এদের রক্ত সংবহনও পুরোপুরি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যা মূলত একটি মুক্ত সংবহনতন্ত্র হিসেবে কাজ করে। মানুষের মতো এদের শরীরে উচ্চ চাপে রক্ত চলাচল করে না, তাই মাথা কাটা গেলেও ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটে বেরোয় না। বরং কাটা জায়গায় খুব দ্রুত রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং প্রাণহানি রুখে দেয়। মজার বিষয় হল, আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র কেবল মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সারা শরীরে গ্যাংলিয়া নামক স্নায়ুকোষের গুচ্ছ ছড়িয়ে থাকে। এই স্নায়ু কেন্দ্রগুলো ভূমিকা নেই, তাই মাথা কাটার পরও এদের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই অনুভূতি স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেতে থাকে। শরীরের ওই দারুণভাবে সক্ষম। তাই মাথা ছাড়াই

এরা দিবা হাঁটাচলা করতে পারে এবং বাইরের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে পারে। মাথা কাটা খাওয়ার পর এরা দিবা ঘুরে বেড়াতে পারলেও, মুশকিল হয় অন্য জায়গায়। যেহেতু এদের আর কোনও মুখ থাকে না, তাই খাবার বা জল খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এরা শীতল জেকের প্রাণী হওয়ায় না খেয়ে দীর্ঘদিন কলিতে পারলেও, শেষ পর্যন্ত জলের অভাবেই এদের মৃত্যু হয়। শুনলে আরও অবাক হবেন, এরা জলের নিচেও প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত দিবা নিশ্বাস আটকে রাখতে পারে। অনুকূল আবহাওয়া ও ঠান্ডা পরিবেশ পেলে এরা আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে। অতথকের কাছে বিরক্তির পতঙ্গটির এমন অবস্থা করা বেঁচে থাকার পদ্ধতি প্রমাণ করে, প্রকৃতির খেলায় এরা সত্যিই এক অনন্য সৃষ্টি।

চাটনির আবিষ্কার বাঙালির হাতে নয়

ভোজের শেষ পাতে একহাতা টক-মিষ্টি চাটনি আর মচমচে পাপড় না পড়লে যেন পুরো খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে রবিবারের পারিবারিক মধ্যাহ্নভোজবাঙালির পাত পাড়ার শেষেই হাজির হয় এই জাদুকরী পদ। তবে চাটনিকে কেবলই একটি সাধারণ ‘সাইড ডিশ’ বা মুখরোচক হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ, বাঙালির রান্নাঘরে চাটনির অবস্থান যতটা সুস্বাদু, এর ইতিহাস ও রন্ধনবিজ্ঞান ততটাই গভীর। ‘চাটনি’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ ‘চটনা’ থেকে, যার সহজ অর্থ চটে খাওয়া। ইতিহাস বলে, প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ফল, ভেজাজ উপাদান, মশলা ও তেঁতুল একসঙ্গে পিষে হজমকারক হিসেবে খাওয়ার চল ছিল। তবে আধুনিক বাঙালি পাতে মিষ্টি চাটনির যে রূপ আমরা দেখি, তার রূপান্তরে ব্রিটিশদেরও একটি ভূমিকা ছিল। উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় মশলা ও টক-মিষ্টি স্বাদের প্রেমে পড়ে যিয়েছিলেন সাহেবরা। বাঙালি ভোজে পঞ্চাঙ্গজনের শেষে চাটনি পরিবেশনের পেছনে রয়েছে এক চমৎকার রন্ধনবিজ্ঞান। ডাল, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের তেল-মশলাযুক্ত গুরুপাক খাবার খাওয়ার পর পাকস্থলীকে শান্ত করতেই শেষ পাতে টক-মিষ্টির ছোঁয়া দেওয়া হয় চাটনিতে ব্যবহৃত তেঁতুল, কাঁচা আম, টমেটো, আলুবোখরা বা আমসব্বের মতো অম্লীয় উপাদান এবং পাঁচফোড়ন, সর্ষে ও বিটনুনের মতো মশলা লালা রস ও পরিপাক রস নিঃসরণে সাহায্য করে, যা ভ্রূী খাবার দ্রুত হজম করায়। মুখের ভেতরে জমা গুরুপাক খাবারের তেলেতেলে ভাব বা মশলাদার স্বাদ দূর করে একধরনের সতেজ অনুভূতি এনে দেয় এই শেষ পাত। বাঙালির চাটনি বানানোর ক্যারিশমা স্বত্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। গরমকালে কাঁচা আমের পাতলা জেল বা প্রাস্টিক চাটনি (পেপে দিয়ে তৈরি), বর্ষায় চালতা বা তেঁতুলের টক, আর শীতকালে টটকা টমেটো, খেজুরি ও আমসব্বের গাঢ় চাটনিপ্রতিটি স্বত্বরই রয়েছে নিজস্ব বিশেষত্ব। এমনকী, আনারস, কুল, জলপাই কিংবা পেয়ারা দিয়েও বাঙালি চামৎকার সব চাটনি তৈরি করে নেয়। তাই পরের বার শেষ পাতে জিভে জল আনা চাটনিতে চামচ দেওয়ার সময় মনে রাখবেনএটি কেবল পাতে শেষ সযোজন নয়, বরং শত বছরের ঐতিহ্য ও সূচুত্বর রন্ধনবিজ্ঞানের এক অনবদ্য মেলবন্ধন।

দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩০ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গোৎসব কুমারঘাট মহকুমায় সুশৃঙ্খল ও নিৰ্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আজ মহকুমা প্রশাসন থেকে বিভিন্ন ক্লাব ও দুর্গোৎসব উদ্যোক্তা কমিটির সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস আশা প্রকাশ করেন, পূর্বের ঐতিহ্যের ন্যায় এবারও বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যরা প্রশাসনের নিয়ম-নীতি মেনে উৎসব আয়োজন করবেন সভায় মহকুমা শাসক শুভম মিনা বলেন, আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে দুর্গোৎসব আয়োজনের জন্য মহকুমা প্রশাসনের কাছে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে পূজা উদ্যোক্তা কমিটিগুলোকে আবেদন করতে হবে। এর ভিত্তিতে প্রশাসন পূজা আয়োজনের অনুমোদন দেবেন। এ ক্ষেত্রে পূজা উদ্যোক্তা কমিটিগুলোকে পূজা আয়োজনের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেবর্মা আনন-শুখলা রক্ষায় কি কি করণীয় সে নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরাও সভায় তাদের মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ডেভিড হালাম, কুমারঘাট পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও শুভঙ্কর সেন, ডিসিএমগণ সমাজসেবী অনিমেষ সিনহা প্রমুখ। এদিকে, আসন্ন দুর্গাপূজাকে সুন্দর

ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, পানিসাগরের বিডিও মানস ভট্টাচার্য, পানিসাগর থানার ওসি এবং পানিসাগর ফায়ার স্টেশনের ওসি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস বলেন, দুর্গাপূজা সার্বজনীন উৎসব, তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যাতে আনন্দে সাথে এবং শান্তিশুখলা বজায় রেখে এই উৎসবে সামিল হতে পারেন সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে। সভায় পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা বলেন, প্রতিটি পূজা কমিটিকে মহকুমা প্রশাসন থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া পূজা মণ্ডপ নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্গোৎসব পরিচালনায় প্রশাসনের সার্বিক বিধিনিষেধ ও নির্দেশাবলী মেনে পূজা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সভায় পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটির

সভাপতি, সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, আসন্ন দুর্গোৎসব কুমারঘাট মহকুমায় সুশৃঙ্খল ও নিৰ্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আজ মহকুমা প্রশাসন থেকে বিভিন্ন ক্লাব ও দুর্গোৎসব উদ্যোক্তা কমিটির সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস আশা প্রকাশ করেন, পূর্বের ঐতিহ্যের ন্যায় এবারও বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যরা প্রশাসনের নিয়ম-নীতি মেনে উৎসব আয়োজন করবেন। সভায় মহকুমা শাসক শুভম মিনা বলেন, আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে দুর্গোৎসব আয়োজনের জন্য মহকুমা প্রশাসনের কাছে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে পূজা উদ্যোক্তা কমিটিগুলোকে আবেদন করতে হবে। এর ভিত্তিতে প্রশাসন পূজা আয়োজনের অনুমোদন দেবেন। এ ক্ষেত্রে পূজা উদ্যোক্তা কমিটিগুলোকে পূজা আয়োজনের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেবর্মা আনন-শুখলা রক্ষায় কি কি করণীয় সে নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরাও সভায় তাদের মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ডেভিড হালাম, কুমারঘাট পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও শুভঙ্কর সেন, ডিসিএমগণ সমাজসেবী অনিমেষ সিনহা প্রমুখ।

ঐতিহ্যগত বাণিজ্য সম্পর্ক ছাড়িয়ে উচ্চমূল্যের ক্ষেত্রে এগোচ্ছে ভারত-আমেরিকা: পীযুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক এখন আর শুধু ঐতিহ্যগত বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিনিয়োগ, উৎপাদন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল এবং দুই দেশেই উচ্চমূল্যের সক্ষমতা তৈরির মতো ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৌশলীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। বৃহবার সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জি২০ বাণিজ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে আলোচনার মিলওয়াকিতে পৌঁছেছেন পীযুষ গোয়েল। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান শিকাগোয় ভারতের কনসাল জেনারেল আর. আনন্দ প্রকাশ।

বাণিজ্য মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্সের (এনএএম) আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় উৎপাদন ও প্রযুক্তি সংস্থার সিইও এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন গোয়েল।

এনএএম আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ উৎপাদন শিল্প সংগঠন এবং প্রায় ৬ টিলিয়ন ডলারের মার্কিন উৎপাদন জিডিপিতে এর সদস্য সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বৈঠকে মার্কিন সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তারা ভারতে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সুযোগ এবং দেশে অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। গোয়েল জানান, ভারতে সংস্থাগুলির কার্যক্রম, সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ভারত সরকার প্রস্তুত। এরপর রকওয়েল অটোমেশনের গ্লোবাল সদর দপ্তরে বিজনেস রাউন্ডটেবল (বিসারটি) এবং এনএএম আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন গোয়েল। সেখানে তিনি জি২০-র অন্যান্য দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং মার্কিন সংস্থাগুলির শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তিশালী গতি, ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পভিত্তি এবং দক্ষ কর্মশক্তির বিষয়টি তুলে ধরেন

PNIT No. F. 17/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2026-27 **date: 25-09-2026**
The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/Item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprises and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES/Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work /D/N/E/T	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	81/SE/II/PWD(R&B)/ 2026-27	1,19,82,304.00	2,39,646.00	180 Days
2	82/SE/II/PWD(R&B)/ 2026-27	1,41,17,501.00	2,82,350.00	180 Days
3	83/SE/II/PWD(R&B)/ 2026-27	1,42,16,366.00	2,84,327.00	180 Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal <https://tripuratenders.gov.in>

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

ICA/C-2082/26

The Executive Engineer, TUDA (Tripura Urban Planning & Development Authority) invites e-tender against PNIT/ 90/CE/PI/EE/TUDA/R&SD/ VA/2026-27 Dated 25.09.2026 for 'Improvement of Roads and Storm Water Drainage System in Bishalgarh, Sonamura, Santirbazar and Sabroom (Cluster I/VA Towns) of Tripura' with following salient details
1. Estimated Cost: Rs. 80,59,73,322.00 (Rupees Eighty Crore Fifty-Nine Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred Twenty-Two only)
2. Bid Fee: Rs. 20,000.00 (Rupees Twenty Thousand Only)
3. Bid Security (EMD): Rs. 80,60,000.00 (Rupees Eighty Lakh Sixty Thousand Only)
4. Time of Completion: 1095 days
5. Date of pre-bid meeting: 07.10.2026 (From 15:30 Hours
6. Last date & time for online Bidding: 30.10.2026 up to 15:00 Hours
7. Bid Opening Date and Time: 30.10.2026 up to 15:30 Hours
For more details kindly visit <https://tripuratenders.gov.in>
Submission of Bids physically not permitted.

Executive Engineer
Tripura Urban Planning & Development Authority (TUDA)
Agartala, West Tripura

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited in plain paper for Walk-In-Interview for the engagement of Guest/Visiting Lecturer in the following subjects:
Bengali, Education, English, History, Kokborok, Physical Education, Philosophy, Political Science, Mushroom Cultivation, NSS and IKS. Interested candidates willing to attend the interview are requested to bring their Original Certificates and submit photocopies of the same along with Bio-data on 07/10/2026 at the office of the Principal, Govt. Degree College Gandacherra, Gonda-Twisa, Dhalai, Tripura.

1. Qualifications:
1) As per UGC Regulations: Minimum 55% marks in Master Degree in concerned subject (50% in case of SC & ST) and NET/SLET/SET/Ph.D Degree.
2) For Mushroom Cultivation, M. Sc. In Life Science/ Agriculture with 55% Marks (50% in case of SC & ST) (Certificate/Diploma in Mushroom Cultivation will be preferred).
3) For NSS, Master Degree in any subject with 55% marks (50% in case of SC & ST) with NSS Special Camp Certificate in College/University Level).
4) For IKS, Master Degree in Philosophy with 55% marks (50% in case of SC & ST).

2. Terms and Conditions:
1) Engagement will be made on merit basis and maintaining the reservation policy of the State Government.
2) Engagement will be made purely on Temporary Basis and allotment of classes and payment of Honorarium as per Guidelines/Norms of the State Government.
3) Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred) only per class with a maximum ceiling of 72 classes (Rs. 36,000) per month for 11 months.
4) In addition to class room teaching, Guest Lecturer may also perform academic duties as may be assigned to him/her by the college authority.
5) Reporting time: 10:30 AM to 12 Noon and interview will continue upto 03:00 PM.
6) No TA/DA is admissible for appearing in the interview. N.B.: This is issued with the reference to the letter No.F.1(314)-DHE/Estt(G)/2026/3541 dated 25-09-2026 from the Directorate of Higher Education, Govt. of Tripura.

(Sri Supriya Sarkar)
Principal In-Charge
Govt Degree College Gandacherra

WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in Interview will be held at Government Degree College Santirbazar, South Tripura, on 7th October 2026, from 11:00 a.m. to 2:00 p.m., for the engagement of Guest Lecturers in the following subjects:
English, Bengali, History, Political Science, Education, Kokborok, Zoology, Human Physiology, Botany, Vermi Composting, Mushroom Biology & Production, Electronic Technology, NCC, and Yoga. The engagement will be purely temporary and will be made on an honorarium of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) per class, subject to a maximum of 72 (seventy-two) classes per month for each Guest Lecturer. The engagement will be for 11 (eleven) months during the academic year 2026-2027, as per Education (Higher) Department Memo No. F.1(314)-DHE/Estt(G)/2026/3541, dated 25 September 2026. Selection will be made on the basis of merit, while following the reservation policy of the State Government and the applicable UGC Regulations governing the engagement of Guest Lecturers. A Guest Lecturer engaged by the college will not be permitted to work in any other college or institution during the period of engagement. In addition to classroom teaching, the Guest Lecturers may also be assigned other academic duties by the college authorities.
No TA/DA will be provided for attending the interview.

Sd/-Principal-In-charge
Govt. Degree College Santirbazar
Santirbazar, Tripura

ICA/D/1093/26

নন্দীগ্রামে মনোনয়ন প্রত্যাহারে পুলিশ চাপ দিয়েছিল অভিযোগ কংগ্রেস প্রার্থীর

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিম মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান অভিযোগ করেছেন, মনোনয়ন প্রত্যাহারে জন রাজ্য পুলিশ তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। চলতি মাসের শুরুতে ২০০৭ সালের একটি পুরনো খবরের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার পর বৃহবার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি হালদিয়ার সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পান। সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মিলন প্রধান অভিযোগ করেন, ১৮ সেপ্টেম্বর প্রচারের সময় চণ্ডীপুর থেকে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তাঁকে তুলে নিয়ে যান। তাঁর দাবি, চোখ বেঁধে গাড়িতে করে তাঁকে মন্দারমণির একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়। মনোনয়ন প্রত্যাহার করলে তাঁর পছন্দমতো সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। মিলন বলেন, তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় তাঁকে ফের চণ্ডীপুরে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদন লেখা পর্বত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কলকাতা হাইকোর্টের জামিনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যোগায় সিন্ধার্নি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মিলন বলেন, শীর্ষ আদালতের ও রাজ্য সরকার সফল হবে না। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বৈধ্য তাঁকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিগার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ৯ অক্টোবর।

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARH WALK-IN - INTERVIEW

Dated, Agartala, the 29th September 2026.
A walk-in interview will be held on 3rd October 2026 at 12:00 Noon for the engagement of the following Visiting/Guest Lecturers for Tripura Institute of Technology, Narsingarh for the Academic Session 2026-2027.

Sl No.	Subject/Branch	Vacancy	Date & Time of Interview	Venue of the Interview
1	English	01	3rd October 2026 at 12:00 Noon	Multiutility Hall, Mechanical Engineering Block, Tripura Institute of Technology, Narsingarh, Tripura (W.)
2	Mathematics	01		
3	Civil Engineering	01		
4	Computer Science and Engineering	01		
5	Biology for Engineers	01		
6	Indian Constitution	01		

The engagement of the Visiting/ Guest Lecturer will be purely on a temporary basis for the Academic Session 2026-2027 for a maximum period of 11 (eleven) months and the honorarium will be @ Rs.500/- (Rupees Five Hundred) only per class, subject to a maximum ceiling of 72 classes per month, i.e. Rs.36,000/- (Rupees Thirty-Six Thousand) per person per month. In addition to classroom teaching, the Guest/Visiting Lecturers may also be assigned academic duties by the Institution; however, direct teaching shall not exceed 72 classes per month. A Panel of suitable Candidates shall also be made for such engagement in the future as per requirements of the Institution for the Academic Session 2026-2027. Eligible candidates as per AICTE guidelines for degree/diploma level colleges are hereby informed to bring their Complete Bio-Data along with all testimonials in original, a set of self-attested Xerox copies of all documents, and a recent Passport Size Photograph during the walk-in-interview. Engagement of the said Guest / Visiting Lecturers will be made on a merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Government. A selected Guest/Visiting Lecturer shall not be permitted to undertake engagement in any other College/Institute during the period of engagement at TIT, Narsingarh. No T.A./ D.A. will be paid.

Prof. Bijoy Kumar Upadhyaya
Principal (I/C), TIT, Narsingarh

ICA/D-1084/26

NOTICE INVITING TENDER

NIT. NO.F.4(79)-H&SCDDH/WP/1/2026-27/ 3619 **Dated, 28/09.2026.**
On behalf of the Governor of Tripura the Deputy Director of Horticulture, West Tripura District, Agartala under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Tripura invites an e-tender in Two Bid System (Technical bid & Financial bid) in single stage from the competent agencies/firms capable for execution of Landscape and Beautification Work at premises of Lok Bhavan Garden, Agartala after dismantling of existing lawn under Deputy Director of Horticulture, West District, Agartala from the bonafied Agency/ Individuals.

Sl. No.	Name of the Work	Estimated Cost (₹)	Earnest Money (EMD)	Completion of Project work	Document download and Bid submission end date & time	Bid opening date & time	Place of Bidding
1	Execution of Landscape and Beautification Work at premises of Lok Bhavan Garden, Agartala after dismantling of existing lawn Location- Raj Bhavan western portion (Block-A), Raj Bhavan Northern portion (Block-B), Raj Bhavan main building complex (Block-C/I), Raj Bhavan main building complex (Block-C/II).	₹1,38,42,047.00	₹2,64,799.00	Within 3 weeks commencing from date of award	13/10/2026 upto 6:00 PM	14/10/2026 at 11:00 AM	https://tripuratenders.gov.in

Date & time for BID submission:- 13/10/2026 upto 6.00 PM
Date & time for opening BID:- 14/10/2026 at 11.00 AM. (if possible)

Dy. Director of Horticulture
West Tripura District

ICA/C-2093/26

সরকারি কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমেই মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: সরকারিদের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা রয়েছে, সেগুলির সুসল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। সরকারি কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমেই মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আজ পশ্চিম চণ্ডীপুর জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় সমবায়মন্ত্রী শুক্লচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। জিলা পরিষদের এই সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, বিধায়ক মিনারাগী সরকার, বিধায়ক গোপাল রায়, জিলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্য সদস্যগণ, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, ব্লকের বিডিওগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য, উদ্যান, জনসম্পদ, পানীয়জল ও জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, গ্রামীণায়ন, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দপ্তরের বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করে নতুনভাবে পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা আধিকারিকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তিনি বলেন, সমস্ত সরকারি প্রকল্প ও কাজের সুবিধাগুলি দ্রুত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সভায় সমবায় দপ্তরের আলোচনার পরিস্থিতিতে তিনি বলেন, রাজ্যে সমবায় সমিতিগুলিকে আরও সক্রিয়ভাবে বহুমুখী কর্মসূচির সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৮

সালের সমিতিগণ রাজ্যের অধিকাংশ সমবায় পরিষেবাগুলি লোকসানে চলতো। বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়াতে আরও নতুন করে সমবায় সমিতি, ল্যাপস, প্যাকস গঠন করা হয়েছে এবং পুরোনো সমিতিগুলিকেও নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে। এতে মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সভার সভাপতি জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল ও জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করেন। বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মাও সভায় মান্দাই এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অসমাপ্ত কাজগুলি দ্রুত শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিধায়ক গোপাল রায় ও পানীয়জল, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির সংস্কার, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলির কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সভায় বক্তব্য রাখেন।

৭ অক্টোবর উদয়পুরে সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: আগামী ৭ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় গোমতী জেলাভিত্তিক সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে জেলার প্রতিটি মহকুমা ও ব্লকে যালির আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে সেবা জ্যোতি স্থাপন করা হবে। জেলা পর্যায়ে মূল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘির কাছে পুরাতন টাউনহলের সামনে। প্রশাসন ও আয়োজকদের পক্ষ থেকে কর্মসূচি সফল করতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কর্মসূচি আয়োজনের জন্য গোমতী জেলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আজ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাপতি দেবল দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রিদ্ধু লাথের, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, সমাজকর্মী সবিতা নাগ প্রমুখ। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকে যালি পরিচালনা, সেবা জ্যোতি স্থাপন, জনসমাগম এবং জেলা পর্যায়ে মূল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। জিলা পরিষদের সভাপতি দেবল দেবরায় জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা ও জমায়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল পুনর্গঠিত

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরের জন্য পুনর্গঠিত ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী। সচিব হয়েছেন গৌতম সরকার। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা জানানো হয়েছে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব হয়েছেন তপন ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন স্বপ্নন সাহা। পর্ষদের সদস্য হয়েছেন সঞ্জয় পাল, রতন সাহা, ডা. রাজীব দেবনাথ, সঞ্জয় সাহা, শ্যামলীকা রায়, সন্তোষ দাস, বিশ্বজিৎ পাল, বিজয় সাহা, মন্তোষ সিনহা, মনিষ পুরকায়স্ট, রূপশ্রী দাস, সমীর দাস, অজয় দত্ত এবং মনোজ কুমার বিশ্বাস।



CMYK

আগরগ আগরতলা ১ অক্টোবর, ২০২৬ ইং. ■ ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

দুর্গাপূজা সৃষ্টভাবে সম্পন্ন করতে পানিসাগরে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৩০ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপূজাকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, পানিসাগরের বিডিও মানস ভট্টাচার্য, হেবিয়াস কর্পাস মানলার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাওয়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ অন্তর্ভুক্তী নির্দেশ দিয়ে বৃধবারের মধ্যে নাবালিকাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন নাবালিকার পক্ষে সওয়াল করা বরিত্ত আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ।

সভায় পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস বলেন, দুর্গাপূজা সার্বজনীন উৎসব, তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যাতে আনন্দের সাথে এবং শান্তিসুখলা বজায় রেখে এই উৎসবে সামিল হতে পারেন সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে। সভায় পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা বলেন, প্রতিটি পূজা কমিটিতে মহকুমা প্রশাসন থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া পূজা মণ্ডপ নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্গোৎসব পরিচালনায় প্রশাসনের সার্বিক বিধিনিষেধ ও নির্দেশাবলী মেনে পূজা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সভায় পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ি থেকে প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, উদ্ধার করল পুলিশ

সোনামুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর: বাড়ি থেকে প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের তদন্তে সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। গত ৬ সেপ্টেম্বর নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগে বলা হয়েছিল, নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করে সোনামুড়া থানার পুলিশ।

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নাবালিকাকে তাঁর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না কিংবা কেউ নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্ররোচনা দিয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস জানান, তদন্ত যদি অন্য কারও জড়িত থাকার বা প্ররোচনা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷

নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার পেছনে থাকা অন্যান্য দিকও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ।

ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে

● **প্রথম পাতার** পর খাড়গে অভিযোগ করেন, বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যের গাছী যে প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচন কমিশন তা যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। নির্বাচন কমিশন অব্যথা বিরোধীদের অভিযোগের সঙ্গে একমত নয় এবং তাদের বক্তব্যের বিষয়ে নিজস্ব অবস্থান জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাকদেরকে অনুরোধ করা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুৰক্ষা : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৪৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬২২৫৬, শিবনগর মার্ভার ক্লাব : ও আমরা ভরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রেড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২১৮৪৪৬৫ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৪৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১৬/সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অমীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৪৪৪০১, রাক্কুম্ব ক্লাব : ৮৭৯১১৬৮১৭ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়াশিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৩২৪, বেডরুঙ্গ সোসাইটি : ২৩১-৬৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিডেচ ঢালো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ফন্ট)। ক্লাব সংঘ : জিবি : ২৩৫-৬৮৮৫ (পি বি এল্ল), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৭৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৬০৮ ৩৩৭৬৭, শববালা : নব অঙ্গীকার : ৮৭৪৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল বোর্ড যুব সংস্থা : ৭৬৪২১৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬৩৩৫৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংঘাষণা সংঘ : ৯৪৩৬১৬৩৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৬-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টাইং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ২৩৬৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য ভোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৪০০০৫/৯৪৩৬৫৯৮৯১১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮৫৫৬৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাঞ্জপুঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্সট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৪৬৪, ২৩০-৬১১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৪৪৯১০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস ফ্লো : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২২৩-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বন্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

CMYK

নাবালিকাকে চার মাস চাইল্ড কেয়ার হোমে আটকে রাখার অভিযোগ, বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ উচ্চ আদালতের

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: গণ্ডাছড়ার এক নাবালিকাকে প্রায় চার মাস ধরে বেআইনিভাবে চাইল্ড কেয়ার হোমে আটকে রাখার অভিযোগে হস্তক্ষেপ করল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। নাবালিকার বাবার দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস মানলার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাওয়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ অন্তর্ভুক্তী নির্দেশ দিয়ে বৃধবারের মধ্যে নাবালিকাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন নাবালিকার পক্ষে সওয়াল করা বরিত্ত আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ।

পাশাপাশি, নাবালিকাকে এভাবে আটক করে রাখার জন্য দায়ী আধিকারিকদের জরিমানা করার দাবিও জানানো হয়েছে আদালতে। এ বিষয়ে রাজা সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, ধলাই জেলার গণ্ডাছড়ার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে গত ২৩ মে জেলা শিশু কল্যাণ আধিকারিকের হেফাজতে নেওয়া হয়। ধলাইয়ের জেলাশাসক এবং গণ্ডাছড়ার মহকুমাসাশকের নির্দেশের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য চেষ্টা চলাচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। পরবর্তীতে নাবালিকার বাবা তাঁর মেয়েকে মুক্ত করার দাবিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করেন। সোমবার মামলাটির প্রথম শুনানি হয়। সেই সময় প্রধান বিচারপতি এম রামচন্দ্র রাও এবং বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থের ডিভিশন বেঞ্চ রাজা সরকারের কাছে নোটিস জারি করে।

বৃধবার মামলাটি ফের শুনানির জন্য ওঠে। শুনানির পর আদালত সমাজকল্যাণ দপ্তর পরিচালিত আগরতলা অভয়নগর এলাকার সুরক্ষিত আবাসন থেকে নাবালিকাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয় বলে জানান নাবালিকার পক্ষে সওয়াল করা বরিত্ত আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ।

আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের দাবি, নাবালিকাকে প্রায় চার মাস ধরে হেফাজতে রাখার বিষয়টি আদালতে রাজা সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। তাঁর বক্তব্য, নাবালিকার বাবা আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে মেয়েকে হেফাজত থেকে মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁকে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। এদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে নাবালিকাকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা রেখে হেফাজতে রাখার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। তাঁর দাবি, এই সময়কালে নাবালিকা বাবা-মায়ের যত্ন, ভালোবাসা ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হওয়ার কথা রয়েছে। সেই শুনানিতে নাবালিকাকে হেফাজতে রাখার কারণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ এবং ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে আদালতে আরও শুনানি হতে পারে।

চারুপাসায় আগর বোঝাই গাড়ি আটক ও চালককে মারধরের অভিযোগ, স্পষ্টিকরণ দিল ইউনাইটেড ক্লাব

ধর্মনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগর মহকুমার চারুপাসা এলাকায় আগর বোঝাই একটি গাড়ি আটক করে চালককে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বরের এই ঘটনায় একটি স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের নাম জড়ানোর অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর চারুপাসার ইউনাইটেড ক্লাব কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এরপর ক্লাবের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হয়। তবে ঘটনার সঙ্গে ক্লাব বা ক্লাবের কোনও সদস্যের সম্পৃক্ততার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ইউনাইটেড ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত গাড়িচালকের অভিযোগে চারুপাসা এলাকার একটি স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের নাম উঠে আসে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ শরকর ধর নামে এক ব্যক্তির নাম সামনে আসে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের। এরপর মঙ্গলবার রাতে চারুপাসায় অবস্থিত ইউনাইটেড ক্লাবের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি রাজদীপ দে-সহ অন্যান্য সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সভাপতি রাজদীপ দে জানান, ২৫ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ইউনাইটেড ক্লাবের সদস্যদের নাম জড়ানো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁর অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রসাদিতভাবে ইউনাইটেড ক্লাবের নাম ব্যবহার করে ক্লাবের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, ঘটনায় যার নাম উঠে এসেছে, সেই সিদ্ধার্থ শরকর ধর বর্তমানে ইউনাইটেড ক্লাবের সদস্য নন। অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৯ জুন ২০২৬ তারিখেই তাঁকে ক্লাব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

ক্লাব সভাপতি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর চারুপাসায় আগর বোঝাই গাড়ি আটক এবং চালককে মারধরের ঘটনার সঙ্গে ইউনাইটেড ক্লাব কিংবা ক্লাবের কোনও সদস্যের কোনও ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। সাংবাদিক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রশ্না প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ ও সঠিক তথ্যের দাবি জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাবের পক্ষ থেকে আরও দাবি জানানো হয়, তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যস্থা নেওয়া হোক। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কোনও ব্যক্তি যাতে কোনও ক্লাবের নাম ব্যবহার করে অতীতের বা অসামাজিক কর্মকাণ্ড করতে না পারে, সেদিকেও পুলিশ প্রশাসনকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইউনাইটেড ক্লাব কর্তৃপক্ষ ফের স্পষ্ট করে জানিয়েছে, চারুপাসার ওই ঘটনার সঙ্গে ইউনাইটেড ক্লাব বা ক্লাবের কোনও সদস্যের কোনও ধরনের সম্পৃক্ততা নেই।

মলয়নগরে ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার, শ্রীণগর পুলিশের হাতে আটক যুবক

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিনয় চালিয়ে মলয়নগর এলাকা থেকে ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করল শ্রীণগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় নয়ন দাস (২৩) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। ধৃত যুবকের বাড়ি মনুঅট এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযানের সময় সন্দেহভাজন যুবককে তল্লাশি নেওয়া হয়। প্রথমে তাঁর দেহ তল্লাশি করে কোনও আপত্তিকর সামগ্রী পাওয়া যায়নি। এরপর তাঁর সস্ত্রের সাথে থাকা একটি ব্যাগ খুলে দেখাতে বলা হলে, ব্যাগের ভিতরে কালো রঙের মোড়কে থাকা তিনটি প্যাকেট উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, প্যাকেটগুলি পরীক্ষা করার পর তাতে সন্দেহজনক মাদকদ্রব্য রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়। পরে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট পরিমাণ প্রায় ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই মাদক অন্যত্র পাচারের চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে মাদক কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আটক যুবককে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে মাদক পাচারকেন্দ্রে সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পরিচ্ছন্নতার মডেল হিসেবে গড়ে উঠবে দেশের ৫০ শহর, ‘প্রগতি-৫০’ উদ্যোগের সূচনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকশি ও ব্যবহৃত জলের সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে দেশের ২৪টি রাজ্যের ৫০টি শহরকে মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বচ্ছ ভারত মিশন-আরবান ২.০-এর অধীনে ‘প্রগতি-৫০’ নামে এই উদ্যোগের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ৫১তম প্রগতি বৈঠকে দেওয়া নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক। নির্বাচিত ৫০টি শহরকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলাই ‘প্রগতি-৫০’-এর মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, স্বচ্ছ ভারত মিশন-আরবান ২.০-এর আওতায় নির্দিষ্ট কর্মসূচি, পরিমাপযোগ্য কর্মদক্ষতার সূচক এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির মাধ্যমে শহরগুলিতে পরিচ্ছন্নতার মান উন্নত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বড় শহর, সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর, পর্যটনকেন্দ্র এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উদ্যোগের সূচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল বলেন, নির্বাচিত ৫০টি শহরকে শুধুমাত্র নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিচ্ছন্নতা ও সৃষ্টি নগর ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভ় স্থাপন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যবহৃত জলের ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। তিনি জানান, নির্ধারিত ফলাফলের ভিত্তিতে শহরগুলির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির পাশাপাশি প্রতি দু’মাস অন্তর নিজে পর্যালোচনা বৈঠক করে পৌরসভা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহ বলেন, গত এক দশকে পরিচ্ছন্নতা একটি জনআন্দোলন থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নতুন এই উদ্যোগ শহরগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবর্জনামুক্ত করে তুলতে সহায়তা করবে। রাজ্য সরকার এবং নগর স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নিজেদের এলাকাভিত্তিক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে দ্রুত তা কার্যকর করার আহ্বান জানান তিনি। পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশেআইটি কানপুরের স্টার্টআপ ইনকিউবেশন অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারের সহযোগিতায় পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নতুন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী সমাধানের জন্য তৃতীয় পর্যায়ে ৭৫টি স্টার্টআপকে মুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত মিশন-আরবান কর্মসূচিতে ৭৫টি স্টার্টআপকে যুক্ত করার জাতীয় লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে সিএসআইআর-সিএমআরআই-এর সহযোগিতায় ‘স্বচ্ছ ভারত টেস্ট বেড অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার’ চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতা প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা, পণ্য উন্নয়ন, পরীক্ষা, বৈধতা যাচাই, শংসাপত্র প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে স্বচ্ছতা অ্যাপের পাশাপাশি পৃথক একটি ফোড়িসঅ্যাপ চালানো ও চালু করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে ‘স্বচ্ছতা বিহেভিয়ার চেঞ্জ ডিজিটাল কেশ’ নামে একটি ডিজিটাল ডাণ্ডারেরও সূচনা করা হয়েছে। এতে সচেতনতামূলক প্রচার, সৃজনশীল উ পকরণ, প্রচারাভিযানের ধারণা, তথ্য এবং বিভিন্ন নির্দেশিকা রাখা হবে। অন্যদিকে, ‘স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নয়াদিল্লির সংকল্প ভবনে ‘রিডিউস, রিইউজ অ্যান্ড রিসাইকেল’ বা বর্জ্য কমানো, পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কোনও দফতরে এই ধরনের কেন্দ্র এই প্রথম বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি কর্মক্ষেত্রে সম্পদের শাস্ত্রয়, পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধারকে উৎসাহিত করাই এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে নির্মাণ ও ভাঙার কাজ থেকে উৎপন্ন বর্জ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আদর্শ কার্যপদ্ধতি এবং পৌর কঠিন বর্জ্য উৎসস্থলে পৃথকীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আবর্জনামুক্ত ও পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। এর পাশাপাশি ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে কৈকটই নগর ব্যবস্থাপনার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিলের সভা জীবনহানি ঠেকাতে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার জনগণকে আরও সচেতন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে: পরিবহণমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর: সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রাজা সরকার এখন থেকে স্টেট রোড সেফটি এঞ্জিলেপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৬ প্রদান করবে। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্সে হলে স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিল ২০২৬-এর সভায় পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, রোড সেফটি এঞ্জিলেপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে ১১টি ক্ষেত্রে ভালো কাজের ভিত্তিতে। ১১টি ক্ষেত্র হলো সড়ক নিরাপত্তায় সেরা জেলা, ট্রাফিক আইন প্রয়োগে সেরা জেলা, সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির হ্রাসে সেরা জেলা, সড়ক নিরাপত্তায় সেরা থানা, সড়ক নিরাপত্তায় সেরা হাসপাতাল/ ট্রমা কেয়ার সেন্টার, সেরা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, সেরা সড়ক প্রকৌশলী উদ্যোগ, সেরা ফায়ার সার্ভিস পরিষেবা, দুর্ঘটনামূলক সেরা তদন্ত, সেরা সহায়তাকারী রাহ-বীর, সেরা পরিবহণ বিভাগীয় কার্যকারী উদ্যোগের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

পরিবহণমন্ত্রী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে সড়কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি সরকার গুরুত্ব সহ দেখছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গাইডলাইন অনুযায়ী আরও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।

সকলের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই জীবনহানি ঠেকাতে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার জনগণকে আরও সচেতন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। আজ স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিল ২০২৬-এর সভায় রোড

সেফটির জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপ ও পরিবহণ দপ্তরের অন্যান্য কাজগুলি সম্পর্কে পরিবহণমন্ত্রীকে অবহিত করেন পরিবহণ কমিশনার সুরত চৌধুরী। সভায় ভাটুয়ালি প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও এসপিগণ

অংশগ্রহণ করেন। সভায় এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে পরিবহণমন্ত্রীকে অবহিত করেন পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিড়ে, অর্থ দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব অনিমেয় দেববর্মা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ট্রাফিক এসপি কাভ্রা জাগির সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ ৷

জেলা পরিষেদরে সভা বয়কট

কেব্রু ও রাজা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

ব্যবসায়ীকে মারধর ও গুলির

● **প্রথম পাতার** পর এই ঘটনায় বৃধবার অনুপ কুমার সিংহের পরিবারের পক্ষ থেকে বোধজনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বুটন ঘোষ এবং বীরেন মজুমদারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা গ্রন্থদে

● **প্রথম পাতার** পর গোমতী জেলার কাজল দেবনাথ ও প্রসেনজিৎ ভৌমিক, খাঁরা যুথভাবে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন অশেষ দাস, খুরশিদ মিয়া ও অজিত দাস। ধলাই জেলার সত্যজিৎ কুমার শীল ও সত্যরঞ্জন দেবনাথ এবং উনকোটী জেলার লতিকা সিনহাও দুর্ঘটনার পর বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই সম্মান অর্জন করেছেন। অনুষ্ঠানে বলা হয়, ‘রাহবীর’ উদ্যোগের মূল বার্তা হলো দুর্ঘটনার পর আহত মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা এবং দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচাতে সহায়তা করা।

জীবন রক্ষায় ভয় ও দ্বিধা দূরে সরিয়ে খাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মানবিক সাহস ও দায়িত্ববোধ সমাজের জন্য অনুকরণের বলে অন্তর্জনে উল্লেখ করা হয়। দুর্ঘটনার পর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আরও বেশি মানুষকে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জ্ঞানেশের বরখাস্তের দাবিতে

● **প্রথম পাতার** পর ইপিআইসি কার্ড এবং আধার কার্ডে মনাতা দিতে হবে। নথিতে নামের বানান, বয়স কিংবা পদবিতে অমিল থাকলে হলফনামা বা এফিডেভিটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সুযোগ দিতে হবে। ২০০৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও তার আগের বা পরের ভোটার তালিকায় নাম থাকা নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

বিবাহ বা অন্য কোনও কারণে অনা রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় এসে বসবাসকারী যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্ডি’ বা যৌক্তিক অসংগতি দেখিয়ে কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। এসইউসিআইয়ের বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পাশাপাশি প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করা জরুরি। কোনও নথিতে সামান্য অসংগতি বা প্রয়োজনীয় নথির অভাবে যা

আগরণ

উত্তরপূর্বাঞ্চলে টেনিসের প্রসারে আহমেদাবাদে নর্থ ইস্টার্ন ফোরামের বৈঠক, উপস্থিত পেজ



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গুজরাটের আহমেদাবাদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক সাধারণ সভা। উক্ত সভায় উত্তরপূর্ব ভারতের টেনিসকে আরও সুসংগঠিত করা এবং এর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নর্থ ইস্টার্ন টেনিস ফোরামের কর্মকর্তাগণ এক

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের কিংবদন্তি টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ, ত্রিপুরা রাজ্য টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তথা অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অরূণ রতন সাহা সহ সর্বভারতীয়

ও আঞ্চলিক টেনিস সার্কিটের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বৈঠকে ইস্টার্ন জোন ও উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে টেনিস খেলার মান বৃদ্ধি এবং উদীয়মান প্রতিভা তুলে আনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। তৃণমূল স্তর থেকে নতুন খেলোয়াড় তৈরি করা, উন্নত মানের প্রশিক্ষণ শিবির

আয়োজন এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়ানোর গুপ্ত বিশেষ জোর দেন কর্মকর্তারা। সুজিত রায় জানান, পূর্বাঞ্চলের টেনিস পরিকাঠামোকে নতুন করে সমৃদ্ধ করতেই এই ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে এর সুফল আঞ্চলিক খেলোয়াড়রা সরাসরি পাবেন।

সুপার ফোর : আজ মুখোমুখি ব্লাড মাউথ ও কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত চন্দ্র স্মৃতি “এ” ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার ফোর পর্বের প্রথম ম্যাচেই বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করল এগিয়ে চলে। আজ, বুধবার উমাকান্ত মিনি ফুটবল গ্রাউন্ডে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত হাইড্রো-স্টেজ ম্যাচে এগিয়ে চলে। সংখ্য ৬-২ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের ফলে খেতাব জয়ের

দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল এগিয়ে চলে। সংখ্য, অন্যদিকে প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেল লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। উদ্বোধনী ম্যাচের উত্তেজনার পর আগামীকাল, ১ অক্টোবর সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে উমাকান্ত মিনি ফুটবল গ্রাউন্ডে নৈশালোকেই অনুষ্ঠিত হবে এই হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচটি। এর আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর লিগ পর্বের খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল,

যেখানে ব্লাড মাউথ ক্লাব ২-১ গোলের ব্যবধানে কল্যাণ সমিতিকে পরাজিত করেছিল। ফলে আগামীকালের ম্যাচে যেমন ব্লাড মাউথ নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে নামবে, তেমনিই কল্যাণ সমিতির সামনে থাকবে আগের হারের বশল। নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ। প্রকাশিত চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, ৪ অক্টোবর মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলে। সংখ্য ৬ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের ফলে খেতাব জয়ের

অক্টোবর মাঠে নামবে এগিয়ে চলে। সংখ্য ও কল্যাণ সমিতি এবং ৯ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। প্রতিটি ম্যাচেই নির্ধারিত সন্ধ্যা ৬:০০ টায় শুরু হবে টুর্নামেন্টকে সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করতে লিগ সার্ব-কমিটির সম্পাদক তপন সাহা নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলী জারি করেছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের (৪৫-১০-৪৫ মিনিট) হবে এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চোট পাওয়া রাফিনিয়াকে ভারত ম্যাচ থেকে বাদ দিল ব্রাজিল, দুশ্চিন্তায় বাসাঁ

মাঠেই ডান উরুতে অস্থি অনুভব করছিলেন রাফিনিয়া। বার্সেলোনা সমর্থকদের হৃদয়টি কি তখনই ছাঁৎ করে উঠেছে ব্রিসবেনে গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকেলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ ৪-২ গোলে জেতে ব্রাজিল। চোট পাওয়া রাফিনিয়াকে এ ম্যাচে বিরতির সময় তুলে নেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এরপর বাসাঁ তারকাকে নিয়ে আর কুঁকি নেয়নি ব্রাজিল। ব্রাজিল ফুটবল কমিশনের প্রেসিডেন্ট (সিবিএফ) বিবৃতিতে জানায়, ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে রাফিনিয়াকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাফিনিয়া এখন চিকিৎসার জন্য বার্সেলোনা ফিরবেন কিভাবে (ফিফার আন্তর্জাতিক বিরতিতে অস্ট্রেলিয়ায় দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পর এখন উপমহাদেশে পা রাখায় প্রতীক্ষায় আনচেলত্তির দল।

আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কোনোরকম ঝুঁকি না নিতেই এ ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি রাফিনিয়াকে সিবিএফের বিবৃতিতে জানা গেছে, ইমেজিং পরীক্ষার মাধ্যমে রাফিনিয়ার চোট পাওয়ার জায়গায় ‘হোট পেশির প্রদাহ’ (এডেম্যা) ধরা পড়েছে। তাদের ভাষা অনুযায়ী, রাফিনিয়াকে স্কোয়াড থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ ‘সতর্কতা’ এবং দ্রুত সুস্থতা নিশ্চিত করা। তাঁর বদলি হিসেবে কাউকে স্কোয়াডে ডাকবে না ব্রাজিল। মূলত উইদার হিসেবে খেলা রাফিনিয়া। গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলে রায়ানকে গোল বানিয়ে দেন। রাফিনিয়া গত মৌসুমেও চোটে ভোগেন। সে জন্য বিশ্বকাপেও

ঠিকমতো খেলতে পারেননি। শব্দার বিষয় হলো, গত মৌসুমে যে জায়গায় চোট পেয়েছিলেন, গতকালের ম্যাচেও চোট পেয়েছেন একই জায়গায়। এর আগে শরীরের ওই অংশেই চারবার চোট পড়েছে রাফিনিয়া। ব্রাজিল ও বার্সেলোনার হয়ে তাঁকে ১৫০ দিনেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় ঠিক কত দিন রাফিনিয়াকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে, তা এখনো জানা যায়নি। কারণ, চোটের ধরন ও কারণটা এখনো বের করা যায়নি। তবে আন্তর্জাতিক বিরতির বাকি সময়টা পূর্ণবাসনে কাটিয়ে আগামী ১০ অক্টোবর হোতাফের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাঁর মাঠে ফেরার অপেক্ষায় বাসাঁর সমর্থকেরা। এর চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে ছিটকে গেলে অক্টোবরে বাসাঁর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রাফিনিয়াকে না দেখা যেতে পারে।

কারণ, সামনে গালাতাসারাই, রিয়াল বেতিস, পিএসজি এবং রিয়াল মাদ্রিদের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ম্যাচ রয়েছে কাতালানা ক্লাবটির। গত জুলাইয়ে শেষ হওয়া বিশ্বকাপে হালকা হামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রায় দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হয় রাফিনিয়াকে। এর আগে ২০২৫-২৬ মৌসুমের শেষেও হামস্ট্রিংয়ের চোটে এক মাস মাঠের বাইরে কাটাতে হয়। এমনকি ওই মৌসুমের শুরুতেও একই চোটের কারণে প্রায় দুই মাস দলের বাইরে ছিলেন রাফিনিয়ার চোট-বার্সাঁ সার্ভিক্যালভাবেই বেশ উদ্ভিন্ন। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বিরতি থেকেও চোট নিয়ে ক্লাবে ফিরেছিলেন রাফিনিয়া। এবারের মৌসুমে দারুণ ফর্মে ছিলেন। ৮ ম্যাচে ১৪ গোলের পাশাপাশি গটি গোলও বানিয়েছেন। এমন খেলোয়াড় চোটে পড়লে ক্লাবের দুশ্চিন্তা পূজ্য সার্ভারিক।

ইয়ামালের খেলা যেন জাদুর মতো’, স্পেনের চার গোলে জয়ের পর বললেন কোচ

গোল করেই চলেছেন লেমিন ইয়ামাল। জিতে চলেছে স্পেনও। মদলবার রাত্রে নেশপ লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতল তারা। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। অন্য দিকে, চেকিয়ারকে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ জেতার পর প্রথম বার টেনিস মাটিতে খেলতে নেমেছিল স্পেন। সেভিয়ার মাঠে সেই

ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার তথা ২০১০-এর বিশ্বকাপজয়ী জেসুস নাসাসট্রফি তুলে দেন রদ্রির হাতে। ৬৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ইয়ামাল। স্পেনের শেষ গোল স্পেনের কোচ লুই দে লা ফু চ্যেভে বলেন, “‘লেমিন উন্নতি করছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে ও কী ধরনের ফুটবলার। গুরু ফুটবলের জাদু, আমরা সকলেই দেখতে পেলাম। ও যে

বেজে। তিনি মিনিট পরে ইয়ামালের ক্রসে মাথা ছুঁয়ে স্পেনকে এগিয়ে দেন মার্ক পুবি। ৬৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ইয়ামাল। স্পেনের শেষ গোল স্পেনের কোচ লুই দে লা ফু চ্যেভে বলেন, “‘লেমিন উন্নতি করছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে ও কী ধরনের ফুটবলার। গুরু ফুটবলের জাদু, আমরা সকলেই দেখতে পেলাম। ও যে

ভাবে খেলছে এবং দলকে সাহায্য করছে তার স্বীকৃতি ভবিষ্যতে আরও বেশি করে পাবে।” প্রাণে ইংল্যান্ড খেলতে নেমেছিল চেকিয়ার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে অ্যান্টন গর্ডন এবং হ্যারি কেন গোল করেন। যদিও চেকিয়া এল কলকরেন। সময় খেলেছে ১০ জনে। ২৩ মিনিটে এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে ফাউল যথাক্রমে ১৬ ও ৩১টি পান্ডেল সুলভ।

রঞ্জি ট্রফির প্রথম তিন ম্যাচের জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষণা: মণিশঙ্করের কাঁধে নেতৃত্বের ব্যাটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত শ্যাম সুন্দর ফোং জুয়েলার্স চন্দ্র স্মৃতি “এ” ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার ফোর পর্বের প্রথম ম্যাচেই বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করল এগিয়ে চলে। সংখ্য ৬-২ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের ফলে খেতাব জয়ের

সহ-অধিনায়কের ভূমিকা পালন করবেন পেসার অভিঞ্জিত সরকার। দলে স্থান পেয়েছেন হনুমা বিহারী ও মনদীপ সিং-এর মতো অভিজ্ঞ ব্যাটাররা। পাশাপাশি দলে সুযোগ পেয়েছেন বিক্রম কুমার দাস, খতুরাজ খোষা রায়, শুভম সুব্রধর, শ্রীদাম পাল, অরিন্দম বর্মন, রজত দে, বিক্রম দেবনাথ ও অনুরাউভার স্বপ্নিল সিং। দলে উইকেটরক্ষক হিসেবে সেন্টু সরকার ও অরুণ্ড সিংহ এবং

স্পিন বিভাগে সন্দীপ সরকার, পারভেজ সুলতান ও অমিত আলিকে রাখা হয়েছে। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন সত্যজিৎ লাহিড়ী। বোলিং কোচ হিসেবে রাজীব সাহা, ব্যাটিং কোচ হিসেবে অনিরুদ্ধ সাহা এবং অন্যান্য সহকারী কর্মীরা দায়িত্ব সামলাবেন। মূল দলের পাশাপাশি সাহিল সুলতান, বাবুল দে, নিরংপম সেন (উইকেটরক্ষক), অনিরুদ্ধ দাস ও

শুভম ঘোষকে স্ট্যান্ড-বাই খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে। তবে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আজ স্ট্যান্ড-বাই খেলোয়াড়রা দলের সাথে সফর করবেন না। টিসিএর সম্পাদক সুরত দে স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, নির্বাচিত খেলোয়াড়দের আগামী ৩ অক্টোবর (শনিবার) বিকেল ৩টের মধ্যে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৬-২ গোলে হারিয়ে সুপার ফোরে শুভসূচনা এগিয়ে চল-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত শ্যাম সুন্দর ফোং জুয়েলার্স চন্দ্র স্মৃতি “এ” ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার ফোর পর্বের প্রথম ম্যাচেই বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করল এগিয়ে চলে। সংখ্য ৬-২ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের ফলে খেতাব জয়ের



(১৩, ৩২, ৫২ ও ৭৮ মিনিটে) করেন। এছাড়া, এস. দত্ত দলের পক্ষে ২টি গোল (৮ ও ৬৬ মিনিটে) করেন। অন্যদিকে, পরাজিত লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের পক্ষে ম্যাচের ৪৫১ মিনিটে ডি. আর. সন্ন্যাসী এবং ৬৮ মিনিটে এল. এম. সান্দা গোল দুটি শোধ করেন। ম্যাচে শৃঙ্খলার দিক থেকে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের জে. রাই (৩০ মিনিটে) এবং এগিয়ে চলে সংখ্যের এস. দত্ত (৪৮ মিনিটে) একটি করে হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচটি পরিচালনায় প্রধান রেফারি হিসেবে ছিলেন তাপস দেবনাথ এবং সহকারী রেফারি ছিলেন শিবশঙ্কর জামাতিয়া ও বিশ্বজিৎ দাস। উদ্বোধনী ম্যাচের দারুণ উত্তেজনার পর আগামীকাল, ১ অক্টোবর সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি। উভয় দলই জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে, ফলে আগামীকালও ফুটবল প্রেমীরা উমাকান্ত মিনি ফুটবল গ্রাউন্ডে আরও একটি জমাটি ম্যাচের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

ভারতের ঘরে আরও এক সোনা, শুটিংয়ে মিক্সড ট্রাপ ইভেন্টে জিতলেন নীরু-কিনান

বুধবার সকালেই তিরন্দাজি থেকে দুটি সোনা এসেছিল ভারতের ঘরে। বেলা গড়ালে আরও একটি সোনা এল। এ বার শুটিংয়ে। মিক্সড ট্রাপ ইভেন্টে সোনা জিতলেন নীরু-কিনান। এ দিন দলগত বিজাগেও সোনা জিতলেন। প্রথম দুটি শটে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তিনি। প্রথম পাঁচটি শটের মধ্যে তিনটিই কাজে লাগাতে পারেননি। এর পর দারুণ ভাবে ফিরে আসেন তিনি। ৩৬ বছরের কিনান আগেই জানিয়েছিলেন, তরুণ শুটারদের সঙ্গে খেলতে উত্তেজিত তিনি। সেটাই দেখা গেল শুটিং রেঞ্জও ভারত ৪০-এর মধ্যে ৩৪ স্কোর করে এশিয়ান রেকর্ড করেছে। আগের রেকর্ড ছিল কাতারের (৩০)। তারা ৩২ স্কোর করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে। ২৩ স্কোর করে চিকিটা তানিপার্মি এবং সাহিল যাদব। ইস্পাত কঠিন মানসিকতা দেখিয়ে ফাইনালে ১৫৮-১৫৭ পয়েন্টে হারান কোরিয়ার জুটি জুংইয়ুন পার্ক এবং চোই ইউন গিউকে। সেমিফাইনালে তাঁরা ১৫৬-১৫৫ পয়েন্টে হারিয়েছিলেন তাইল্যান্ডকে। ভারতের জ্যোতি শুংরখা ভেভাম, চিকিটা এবং প্রীতিকার প্রদীপ চিমনের জুটি উনিয়ের, ইউ ওয়াং এবং ফাংগিয়াং

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জেতেন সোনা। চলতি বছরই ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসাবে ব্যক্তিগত ট্রাপ ইভেন্টে সোনা জেতেন তিনি। মিক্সড ট্রাপ ইভেন্টে জেতেন রোজ। সেই ছন্দ এশিয়ান গেমসেও ধরে রেখেছেন তিনি। এ দিনে, বক্সিংয়ের ফাইনালে উঠেছেন লভলিনা। তিনি কোয়ার্টারের কাজখান্ডানের নাতিলয় বগদানোভাকে হারান। পরে তিনি বলেছেন, “প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলাম। নিজের ১০০ শতাংশ দিয়েছি।” ফাইনালে তিনি চিনেন বাও জিহর বিরুদ্ধে খেলবেন। বুধবার সকালে এশিয়ান গেমসে পর দুটি সোনা জিতল ভারত। প্রথম মহিলাদের দল কমপাউন্ড বিভাগে সোনা জেতে। এর পর মিক্সড দলও সোনা জিতেছে। পাশাপাশি দুই অলিম্পিকের টিকিটও আদায় করে নিয়েছে। গত বারও এই দুই দল সোনা জিতেছিল। মিক্সড বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের চিকিটা তানিপার্মি এবং সাহিল যাদব। ইস্পাত কঠিন মানসিকতা দেখিয়ে ফাইনালে ১৫৮-১৫৭ পয়েন্টে হারান কোরিয়ার জুটি জুংইয়ুন পার্ক এবং চোই ইউন গিউকে। সেমিফাইনালে তাঁরা ১৫৬-১৫৫ পয়েন্টে হারিয়েছিলেন তাইল্যান্ডকে। ভারতের জ্যোতি শুংরখা ভেভাম, চিকিটা এবং প্রীতিকার প্রদীপ চিমনের জুটি উনিয়ের, ইউ ওয়াং এবং ফাংগিয়াং

ওয়েইকে ২৩৮-২৩৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন। জ্যোতি গুত বারও সোনা জিতেছিলেন। ম্যাচের পর প্রীতিকার বলেন, “আমরা একে অপরের পাশে ছিলাম। বার বার বলেছি, নিজেকে সেরাটা দিতেই হবে। যদি খারাপ শটে ৯ স্কোর হয় তা হলেও অপরের পাশে দাঁড়িয়ে চিংকার করতে হবে। মনোযোগ থাকবে খেলাতেই। আমরা জানতাম এটা বড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু দিনের শেষে আমাদের পাশে সেই একই মানুষ, হাতে সেই একই তির-ধনুক থাকে। তাই সে দিকেই নজর রাখার চেষ্টা করেছিলাম।” ভারতীয় জুটি স্পর্শ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বরেকর্ড। ২০১৪-য় বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। জ্যোতির কাছে এই সোনা আরও গুরুত্বপূর্ণ। গত বার ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতলেও এ বার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ১৪ বছরের কাং ইয়ন সিয়োর কাছে হারে গিয়েছিলেন। মিক্সড দলে, চিকিটা এবং সাহিল শুংং কবে ছিলেন শটে, ভারতের লিড কমে। তৃতীয় রাউন্ডের পর ভারত এগিয়েছিল ১১৮-১১৭ পয়েন্টে। এর পর কোরিয়া দুর্দান্ত শট করে লড়াইয়ে ফিরে আসে। শুট-অফে চিকিটা এবং সাহিন দু’জনের ১০ সেকোর করেন। কিন্তু কোরিয়া চোই ৯ শট করেন। ভারতের সোনা নিশ্চিত হয়ে যায়।



01-10-2026, 01:12